সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণপুত্র দণ্ডিত

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১ ॥

শব্দার্থ

শৌনক—শ্রীশৌনক ; **উবাচ**—বললেন ; **নির্গতে**—চলে গেলে ; **নারদে**—নারদ মুনি ; **সূত**—হে সূত ; **ভগবান্**—দিব্য শক্তিসম্পন্ন ; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব ; **শ্রুতবান্**—শুনেছিলেন ; **তৎ**—তাঁর ; **অভিপ্রেতম্**—মনোবাঞ্ছা ; **ততঃ**—তারপর ; **কিম্**—কি ; **অকরোৎ**—করেছিলেন ; **বিভুঃ**—মহৎ।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে সূত গোস্বামী, অত্যন্ত মহৎ এবং দিব্য গুণসম্পন্ন ব্যাসদেব শ্রীনারদমুনির কাছ থেকে সব কিছু শুনেছিলেন। সুতরাং নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন কি রকম অলৌকিকভাবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে এবং সে জন্য অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* মহাপুরাণ রচনা করার পূর্বে শ্রীল ব্যাসদেব ধ্যানে তা জানতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২

সূত উবাচ

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ ॥ ২ ॥

সূতঃ—শ্রীসূত ; **উবাচ**—বলেছিলেন ; **ব্রহ্মনদ্যাম্**—বেদ, ব্রাহ্মণ, সাধু এবং ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত নদী ; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী ; **আশ্রমঃ**—আশ্রম ; **পশ্চিমে**—পশ্চিম দিকে ; **তটে**—তটে ; **শম্যাপ্রাসঃ**—শম্যাপ্রাস নামক স্থানে ; **ইতি**—এইভাবে ; **প্রোক্তঃ**—উক্ত ; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের ; **সত্রবর্ধনঃ**—কার্যে আনন্দ বর্ধনকারী।

অনুবাদ

শ্রীসূত বললেনঃ বেদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে ঋষিদের চিন্ময় কার্যকলাপের আনন্দ বর্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক স্থানে একটি আশ্রম আছে।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরস্বতী নদীর পশ্চিম তট সেজন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। সেখানে শম্যাপ্রাস নামক স্থানে শ্রীল ব্যাসদেবের আশ্রম। শ্রীল ব্যাসদেব ছিলেন গৃহস্থ, তবুও তাঁর গৃহকে আশ্রম বলা হয়েছে। আশ্রম হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পারমার্থিক প্রগতি সাধনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থানটি গৃহস্থ না সন্নাসীর সেটি বিচার্য নয়। বর্ণাশ্রম প্রথা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে জীবনের প্রতিটি স্তরকেই এখানে আশ্রম বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই সমাজ-ব্যবস্থায় সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা। সেই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী, সকলের জীবনেরই উদ্দেশ্য একটি—পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। সুতরাং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় কেউ কারো থেকে নগণ্য নয়। বিভিন্ন আশ্রমের পার্থক্যগুলি ত্যাগের মাত্রা অনুসারে আনুষ্ঠানিক পার্থক্য মাত্র। সেই সমাজব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের সব চাইতে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করা হয় তাদের ত্যাগের জন্য।

শ্লোক ৩

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

তস্মিন্—সেই (আশ্রম) ; **স্বে**—নিজস্ব ; **আশ্রমে**—আশ্রমে ; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব ; **বদরীষণ্ড**—বদরী বৃক্ষ ; **মণ্ডিতে**—মণ্ডিত ; **আসীনঃ**—উপবেশন করে ; **অপঃ উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে ; **প্রণিদধ্যৌ**—একাগ্র করেছিলেন ; **মনঃ**—মন ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

সেই স্থানে, শ্রীল ব্যাসদেব বদরী বৃক্ষ পরিবৃত তাঁর আশ্রমে উপবেশন করলেন এবং জল স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

তাঁর গুরুদেব শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে ব্যাসদেব পারমার্থিক কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত সেই স্থানে তাঁর মনকে একাগ্র করলেন।

শ্লোক ৪

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎপুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়ম্ ॥ ৪ ॥

ভক্তি—ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; **যোগেন**—যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; **মনসি**—মনে; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **প্রণিহিতে**—যুক্ত; **অমলে**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অপশ্যৎ**—দর্শন করেছিলেন; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পূর্ণম্**—পূর্ণ; **মায়াম্**—শক্তি; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **অপাশ্রয়ম্**—সম্পূর্ণরূপে বশীভূত।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল পরম-তত্ত্বকে পূর্ণরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম-সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানা যায় এবং এই পূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। পরম তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সাক্ষীরূপে জীব-হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। শ্রীনারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের ধ্যানে মগ্ন হতে। শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্যোতিতে মনোনিবেশ করেননি, কেন না তা পরম দর্শন নয়। পরম দর্শন হচ্ছে ভগবৎ-দর্শন, যা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছেঃ *'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'* (৭/১৯)। উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে বাসুদেব, পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মজ্যোতির (*হিরণ্ময়েন পাত্রেণ*) আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ভগবানের কৃপায় যখন সেই আবরণ উন্মোচিত হয় তখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শন করা যায়। পরম-তত্ত্বকে এখানে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই পুরুষই হচ্ছেন অনাদি এবং আদি পুরুষ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম। ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, তার মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিই

প্রধান। এখানে ভগবানের যে শক্তির কথা বলা হয়েছে তা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি, যা তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। চন্দ্রের সঙ্গে যেমন জ্যোৎস্না বিরাজ করে, তেমনই পরম পুরুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিরাজ করেন। বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করা হয়েছে, কেন না তা জীবকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখে। 'অপাশ্রয়ম্' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে ভগবানের এই শক্তি পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্তরঙ্গা শক্তি বা পরা শক্তিকেও মায়া বলা হয়, কিন্তু তা হচ্ছে যোগমায়া, অথবা যে শক্তি চিজ্জগতে প্রকাশিত হয়। কেউ যখন এই অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকেন, তখন জড়া প্রকৃতির অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়। এমন কি যাঁরা আত্মারাম, তাঁরাও এই যোগমায়া অথবা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিযোগ হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া ; তাই সেখানে বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া শক্তির কোন স্থান নেই, ঠিক যেমন চিন্ময় জ্ঞানের আলোকের সামনে অন্ধকারের কোন স্থান নেই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যের মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ অনুভব করা যায়, এই অন্তরঙ্গা শক্তি তার থেকে অনেক শ্রেয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। পরম পুরুষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৫

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ॥ ৫ ॥

যয়া—যার দ্বারা ; **সম্মোহিতঃ**—সম্মোহিত ; **জীবঃ**—জীব ; **আত্মানম্**—আত্মা ; **ত্রিগুণাত্মকম্**—প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ, অথবা জড় পদার্থ ; **পরঃ**—পরা ; **অপি**—সত্ত্বেও ; **মনুতে**—বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া ; **অনর্থম্**—অনর্থ ; **তৎ**—তার দ্বারা ; **কৃতম্ চ**—প্রতিক্রিয়া ; **অভিপদ্যতে**—ভোগ করা হয়।

অনুবাদ

এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত জীবের দুঃখ ভোগের মূল কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য কিভাবে সেই দুঃখের নিবৃত্তি করা যায় তার পন্থাও বর্ণিত হয়েছে। তা সবই এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব তার স্বরূপে জড় জগতের বন্ধনের অতীত, কিন্তু এখন সে বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে

এবং তাই সে নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করছে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। জীব ভ্রান্তিবশত নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে। অর্থাৎ, জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার বর্তমান বিকৃত চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তার স্বাভাবিক চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা রয়েছে। তার স্বরূপে জীব চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতিরহিত নয়। *ভগবদ্গীতাতে* বর্ণিত হয়েছে যে, বদ্ধ অবস্থায় জীবের প্রকৃত জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যে মতবাদ প্রচার করে যে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্ম তা এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা কখনই সম্ভব নয়। কেন না তার স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় জীবের চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে। জীবের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার কারণ বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব, যার অর্থ হচ্ছে মায়াশক্তি তাকে পরিচালিত করছে এবং পরমেশ্বর ভগবান পৃথকভাবে দূরে রয়েছেন। ভগবান চান না যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্মোহিত হয়ে থাকুক। বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া সে কথা জানেন, কিন্তু তবুও তিনি বিস্মৃত আত্মাদের তাঁর বিভ্রান্তিকর প্রভাবের দ্বারা সম্মোহিত করে রাখার অপ্রশংসনীয় কর্তব্য গ্রহণ করেন। ভগবান মায়া শক্তির প্রভাবকে হস্তক্ষেপ করেন না, কেন না বদ্ধ জীবের চেতনার সংশোধনের জন্য মায়ার এই প্রভাবের প্রয়োজন রয়েছে। স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন চান না যে অন্য কেউ তাঁর সন্তানকে তিরস্কার করুক, তবুও তিনি তাঁর অবাধ্য সন্তানদের বশে আনার জন্য কঠোর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখেন। পরম স্নেহময় পরম পিতাও তেমনই চান যে সমস্ত বদ্ধ জীব যেন মায়ার দুঃখময় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। রাজা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু কখনও কখনও কয়েদিদের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য রাজা ব্যক্তিগতভাবে কারাগারে গিয়ে তাদের বিকৃত মনোবৃত্তির পরিবর্তন করার জন্য উপদেশ দেন, এবং তাঁর অনুরোধ অনুসারে আচরণ করার ফলে কয়েদিরা তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ধাম থেকে এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে উপদেশ দেন যে যদিও এই মায়াশক্তির প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে অনায়াসে এই দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। এই শরণাগতির পন্থাই হচ্ছে মায়ার সম্মোহিনী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। এই শরণাগতি লাভ করা যায় সাধু সঙ্গের প্রভাবে। ভগবান তাই নির্দেশ দিয়েছেন যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী সাধুদের বাণীর প্রভাবে মানুষ তার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হতে পারে। তখন বদ্ধ জীব ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং আসক্তির স্তরে উন্নীত হয়। এই পন্থায় পূর্ণতা লাভ করা যায় শরণাগতির মাধ্যমে। এখানে ব্যাসদেবরূপে তাঁর অবতরণে ভগবান সেই নির্দেশই দিয়েছেন। অর্থাৎ, বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে দণ্ডদান করে এবং স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে অন্তরে এবং বাহিরে পথ প্রদর্শন করে ভগবান বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে তিনি গুরু হন, এবং বাহিরে

সাধু, শাস্ত্র এবং দীক্ষাগুরুরূপে তিনি গুরু হন। তা পরবর্তী শ্লোকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদের কেন উপনিষদে দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে মায়াশক্তির অধ্যক্ষতা প্রতিপন্ন হয়েছে। এখানেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীব ব্যক্তিগতভাবে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীব ভিন্নভাবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই বহিরঙ্গা শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব। মায়াও পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারেন না। মায়া কেবল জীবের উপর ক্রিয়া করতে পারেন। তাই যে সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে যে পরমেশ্বর ভগবান মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব হন, তা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীব এবং ভগবান যদি সমপর্যায়ভুক্ত হন, তা হলে ব্যাসদেব অবশ্যই তা দর্শন করতে পারতেন, এবং বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক দুঃখ ভোগ করার কোন প্রশ্নই উঠত না, কেন না পরম পুরুষ পূর্ণ জ্ঞানময়। অবিবেকী অদ্বৈতবাদীরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ভগবান এবং জীবকে সমপর্যায়ভূক্ত করতে চায়। ভগবান এবং জীব যদি সমপর্যায়ভুক্ত হতেন, তা হলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না অদ্বৈতবাদীদের মতানুসারে তা তো মায়াশক্তির প্রভাবে জড় কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষের মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা মঙ্গলময় পন্থা। তাই শ্রীল ব্যাসদেব সর্বপ্রথমে বদ্ধ জীবের যথার্থ রোগ নির্ণয় করেছেন, যা হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার সম্মোহন। তিনি দেখেছিলেন যে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের চেয়ে মায়াশক্তি বহু দূরে অবস্থিত, এবং তিনি বদ্ধ জীবের রোগগ্রস্ত অবস্থা এবং তাদের রোগের কারণ দর্শন করেছিলেন। সেই রোগ নিরাময়ের উপায় পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব নিঃসন্দেহে গুণগতভাবে এক, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর, আর জীব হচ্ছে সেই মায়াশক্তির অধীন। এইভাবে জীব এবং ভগবান এক এবং ভিন্ন। এখানে আর একটি বিষয়েও স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছেঃ ভগবানের সঙ্গে জীব নিত্য চিন্ময় সম্পর্কে সম্পর্কিত, তা না হলে ভগবান বদ্ধ জীবদের মায়ার কবল থেকে মুক্ত করার কষ্ট স্বীকার করতেন না। তেমনই, জীবেরও কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রেম এবং শ্রদ্ধা পুনর্জাগরিত করা, এবং সেটিই হচ্ছে জীবের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *শ্রীমদ্ভাগবত* বদ্ধ জীবদের সেই চরম লক্ষ্য সাধনে পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥ ৬ ॥

অনর্থ—যা অর্থহীন ; **উপশমম্**—উপশম ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে ; **ভক্তি-যোগম্**—ভক্তিযোগ ; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়াতীত ; **লোকস্য**—জনসাধারণের ; **অজানতঃ**—যারা অজ্ঞান ; **বিদ্বান্**—বিদ্বান ; **চক্রে**—সংকলন করেছেন ; **সাত্বত**—পরম সত্য সম্বন্ধীয় ; **সংহিতাম্**—বৈদিক শাস্ত্র।

অনুবাদ

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম-তত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন অংশও দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তি, যথা অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তিকেও দর্শন করেছিলেন। তিনি ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং অংশের অংশ কলা অর্থাৎ ভগবানের বিভিন্ন অবতারদেরও দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি বিশেষভাবে মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের দুঃখ-দুর্দশাও দর্শন করেছিলেন। এবং সবশেষে তিনি জীবের বদ্ধ অবস্থার নিরাময়ের উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা দর্শন করেছিলেন। এটি হচ্ছে এক মহান পারমার্থিক বিজ্ঞান, যার শুরু হয় ভগবানের নাম, যশ, মহিমা ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে। সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের পুনর্বিকাশ শ্রবণ এবং কীর্তনের যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর। ভগবান যখন ভক্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে প্রীত হন, তখন তিনি তাকে তাঁর প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন। তবে শ্রবণ, কীর্তনাদি নির্দেশিত পন্থায় জড় জগতের অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়। এই জড় আসক্তির নিবৃত্তি চিন্ময় জ্ঞানের বিকাশের অপেক্ষা করে না। পক্ষান্তরে, জ্ঞান পরম-তত্ত্ব উপলব্ধির ভক্তিযুক্ত সেবার উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৭

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭ ॥

যস্যাম্—এই বৈদিক শাস্ত্র ; **বৈ**—অবশ্যই ; **শ্রূয়মাণায়াম্**—কেবলমাত্র শ্রবণ করার ফলে ; **কৃষ্ণে**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ; **পরম পুরুষে**—পরম পুরুষ ; **ভক্তিঃ**—ভক্তি ; **উৎপদ্যতে**—উৎপন্ন হয় ; **পুংসঃ**—জীবের ; **শোক**—শোক ; **মোহ**—মোহ ; **ভয়**—ভয় ; **অপহা**—যা নিবৃত্ত করে।

অনুবাদ

কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে শোক, মোহ এবং ভয় তৎক্ষণাৎ অপগত হয়।

তাৎপর্য

অনেক রকমের ইন্দ্রিয় রয়েছে, তার মধ্যে কর্ণেন্দ্রিয় হচ্ছে সব চাইতে সক্রিয়। মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, তখনও এই ইন্দ্রিয়টি সক্রিয় থাকে। জাগ্রত অবস্থায় শত্রুর আক্রমণ থেকে নানাভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কেবল কর্ণের দ্বারাই আত্মরক্ষা করা যায়। এখানে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের সম্পর্কে, অর্থাৎ জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে শ্রবণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি জীবই সর্বদা শোকগ্রস্ত, তারা নিরন্তর মায়া-মরীচিকার পিছনে ধাবিত হচ্ছে এবং তারা সর্বদাই তাদের কল্পিত শত্রুর ভয়ে ভীত। এগুলিই হচ্ছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ ভবরোগের নিরাময় হয়। শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং এই শ্লোকে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবদ্ভক্তির চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করা। 'প্রেম' কথাটি প্রায়ই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেম বলতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক বোঝায়। *ভগবদ্গীতায়* জীবকে প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃতি হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। ভগবানকে সর্বদাই পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক তা অনেকটা স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্কের মতো। তাই প্রকৃত প্রেম হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম।

ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ, এবং তাই তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার সঙ্গে তাঁর কোনও পার্থক্য নেই। তাই তাঁর মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ শব্দ-ব্রহ্মের মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে আসা যায়। আর এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ এতই প্রভাবশালী যে তা তৎক্ষণাৎ সব রকমের জড় আসক্তি দূর করে দেয়, যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে তখন সে এক রকম জটিলতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে অলীক জড় দেহের বন্ধনকে বাস্তব বলে মনে করতে শুরু করে। এই ধরনের ভ্রান্ত জটিলতার প্রভাবে জীব বিভিন্ন ধরনের জীবনে বিভিন্নভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমন কি মানব জীবনের সর্বোচ্চ স্তরেও এই মোহ বিভিন্ন মতবাদের রূপ নিয়ে ভগবৎ-প্রেমকে আচ্ছাদিত

করে রাখে এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ছড়ায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করার ফলে জড়-জাগতিক এই মিথ্যা জটিলতা বিদূরিত হয়, এবং সমাজে যথার্থ শান্তির সূচনা হয়, যা রাজনীতিবিদেরা নানা রকমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাধ্যমে লাভ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। রাজনীতিবিদেরা চান যে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠুক, কিন্তু যেহেতু তারা জড় আধিপত্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাই তারা মোহাচ্ছন্ন এবং ভীতিগ্রস্ত। তাই রাজনীতিবিদ্‌দের শান্তি-সংযম সমাজের শান্তি আনতে পারছে না। তা সম্ভব হবে কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। অজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা শত শত বছর ধরে শান্তি-সম্মেলন করে যেতে পারেন, কিন্তু তা কখনও কার্যকরী হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছি, যতক্ষণ আমরা আমাদের জড় দেহটিকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে মোহাচ্ছন্ন থাকছি এবং তার ফলে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকছি, ততক্ষণ আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রে শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে, এবং বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী ইত্যাদি পবিত্র স্থানের অসংখ্য ভক্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে। এমন কি কৌমুদী অভিধানে কৃষ্ণের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে, যশোদাদুলাল এবং পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্ম। অর্থাৎ কেবলমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা, মোহ এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ শ্রবণ করা হচ্ছে কিনা তা এ থেকে বোঝা যায়।

শ্লোক ৮

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই; **সংহিতাম্**—বৈদিক সাহিত্য; **ভাগবতীম্**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **কৃত্বা**—করে; **অনুক্রম্য**—সংশোধন করে এবং পুনরাবৃত্তি করে; **চ**—এবং; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্র; **শুকম্**—শুকদেব গোস্বামী; **অধ্যাপয়ামাস**—শিক্ষা দান করেছিলেন; **নিবৃত্তি**—নিবৃত্তি মার্গ; **নিরতম্**—নিরত; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহর্ষি বেদব্যাস পুনর্বিচারপূর্বক তা সংশোধন করেন এবং তা তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দান করান, যিনি ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে *ব্রহ্মসূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য যা একই গ্রন্থকার রচনা করেছেন। এই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্র নিবৃত্ত মার্গে নিরত মহাপুরুষদের জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবত* এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে তা শ্রবণ করা মাত্রই মানুষ নিবৃত্ত মার্গে নিরত হতে পারে। যদিও তা বিশেষ করে পরমহংসদের জন্য রচিত, তবুও তা বৈষয়িক মানুষদের হৃদয়ের গভীরেও ক্রিয়া করে। বিষয়ী মানুষেরা সর্বদা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু এই ধরনের মানুষেরা এই বৈদিক সাহিত্যটিকে তাদের ভবরোগ নিরাময়ের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর জন্ম থেকেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাঁর পিতা তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষা দান করিয়েছিলেন। জড় পণ্ডিতদের মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রচনাকাল নিয়ে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোক থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তা পরীক্ষিৎ মহারাজের তিরোভাবের পূর্বে এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পরে রচিত হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে সমস্ত পৃথিবী শাসন করেছিলেন, তখন তিনি কলিকে দণ্ডদান করেন। বৈদিক শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে কলিযুগের শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৫,০০০ বছর আগে। সুতরাং *শ্রীমদ্ভাগবত* রচিত হয়েছিল ৫,০০০ বছরেরও আগে। *মহাভারত* রচিত হয় *শ্রীমদ্ভাগবতের* আগে এবং পুরাণসমূহ রচিত হয় *মহাভারত* রচনার আগে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল গণনা করতে পারি। বিস্তারিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনার পূর্বে নারদ মুনি তার সারমর্ম ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ অনুশীলন করার বিজ্ঞান। নারদ মুনি প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করে গেছেন। বদ্ধ জীবেরা প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অনুরক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের ভবরোগ নিরাময়ের ঔষধ অথবা ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটন করার পন্থা।

শ্লোক ৯

শৌনক উবাচ

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥

শৌনকঃ উবাচ— শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **নিবৃত্তি**—নিবৃত্তি মার্গ; **নিরতঃ**—নিরত; **সর্বত্র**—সর্বতোভাবে; **উপেক্ষকঃ**—উদাসীন; **মুনিঃ**—মুনি; **কস্য**—কি কারণে; **বা**—অথবা; **বৃহতীম্**—বৃহৎ; **এতাম্**—এই; **আত্মারামঃ**—আত্মারাম; **সমভ্যসৎ**—অধ্যয়ন করতে হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন আত্মারাম। তা হলে কেন তাঁকে এই বিশাল সাহিত্য অধ্যয়ন করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিরত হয়ে আত্মোপলব্ধির পথে দৃঢ়ব্রত হওয়া। যারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চায় অথবা যারা জড় দেহের সুখ-সুবিধার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাদের বলা হয় কর্মী। এ রকম হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে দু'একজন কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আত্মারাম হতে পারেন। 'আত্মারাম' কথাটির অর্থ হচ্ছে, আত্মায় যাঁরা আনন্দ অনুভব করেন। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু একজনের আনন্দের স্তর অপরের আনন্দের স্তর থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাই কর্মীদের আনন্দের স্তর আত্মারামের আনন্দের স্তর থেকে ভিন্ন। আত্মারামেরা সর্বতোভাবে জড় সুখভোগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি মহান সাহিত্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে সমস্ত আত্মারামেরা, তাঁদেরও অধ্যয়নের বিষয়।

শ্লোক ১০

সূত উবাচ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১০ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **আত্মারামাঃ**—আত্মারাম; **চ**—ও; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **নির্গ্রন্থাঃ**—সমস্ত বন্ধনমুক্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; **উরুক্রমে**—মহা বিক্রমশালী ভগবান; **কুর্বন্তি**—করেন; **অহৈতুকীম্**—অহৈতুকী; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **ইত্থম্-ভূত**—এমন অদ্ভুত; **গুণঃ**—গুণাবলী; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

সমস্ত আত্মারামেরা, বিশেষ করে যাঁরা নিবৃত্তি মার্গে নিরত, সব রকমের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত এবং তাই তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, এমন কি মুক্ত পুরুষদেরও।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে এই আত্মারাম শ্লোকটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন ; তিনি এই শ্লোকে এগারটি তত্ত্ব উল্লেখ করেন, যথা—১) আত্মারাম, ২) মুনয়ঃ, ৩) নির্গ্রন্থ, ৪) অপি, ৫) চ, ৬) উরুক্রম, ৭) কুর্বন্তি, ৮) অহৈতুকীম্, ৯) ভক্তিম্, ১০) ইত্থম্ভূতগুণ এবং ১১) হরিঃ। বিশ্বকোষ সংস্কৃত অভিধানে 'আত্মারাম' শব্দটির সাতটি অর্থ রয়েছে ঃ যথা—১) ব্রহ্ম, ২) দেহ, ৩) মন, ৪) যত্ন, ৫) ধৃতি, ৬) বুদ্ধি এবং ৭) স্বভাব।

'মুনয়ঃ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—১) মননশীল, ২) গম্ভীর এবং মৌন, ৩) তপস্বী, ৪) ব্রতী, ৫) যতি, ৬) ঋষি এবং ৭) মুনি।

নির্গ্রন্থ শব্দটির অর্থ হচ্ছে—১) অবিদ্যা থেকে মুক্ত, ২) বিধি-নিষেধ, বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন, অর্থাৎ নীতি, বেদ, দর্শন, আদি শাস্ত্রজ্ঞানরহিত (অর্থাৎ মূর্খ, নিচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্র-নির্দেশের সঙ্গে সম্পর্করহিত মানুষ), ৩) ধন সঞ্চয়ী এবং ৪) নির্ধন।

বিশ্বকোষ অভিধান অনুসারে, নি উপাঙ্গটি ১) নিশ্চয়ার্থে, ২) নিষ্ক্রমার্থে, ৩) নির্মাণার্থে এবং ৪) নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং গ্রন্থ শব্দটি ধন, সন্দর্ভ, বর্ণ সংগ্রহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উরুক্রম শব্দটির অর্থ 'যাঁর কার্যকলাপ মহিমামণ্ডিত'। ক্রম মানে হচ্ছে 'পদক্ষেপ'। এই উরুক্রম শব্দটি বিশেষ করে বামনদেব রূপে ভগবানের অবতারের দ্যোতক, যিনি তাঁর দুটি পদক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, এবং তাঁর কার্যকলাপ এতই মহিমামণ্ডিত যে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা চিজ্জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে পরম সত্যরূপে তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর স্বরূপে তিনি নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, যেখানে তিনি সমস্ত বৈচিত্র্য সমন্বিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন। অন্য কারও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের তুলনা করা যায় না, এবং তাই 'উরুক্রম' শব্দটি কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'কুর্বন্তি' অর্থে বোঝায় অন্য কারোর জন্য কিছু করা। তাই, এক অর্থ হচ্ছে আত্মারামেরা পরমেশ্বর ভগবান উরুক্রমের আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর সেবা করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়।

'হেতু' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'কারণ'। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বহু কারণ রয়েছে, এবং সেগুলি জড় ভোগ, যোগসিদ্ধি এবং মুক্তি—এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যা সাধারণত উন্নতিকামী মানুষেরা আশা করেন। জড় ভোগ অসংখ্য রকমের রয়েছে, এবং জড়বাদীরা সেগুলি অধিক থেকে অধিকতর করতে আগ্রহী, কেন না তারা মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। জড় সুখভোগের শেষ নেই, এমন কি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে

এমন কেউ নেই যার সেই সবগুলি রয়েছে। যোগসিদ্ধি আট রকমের (যেমন অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত লঘু হয়ে যাওয়া, বাসনা অনুসারে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা, অন্য জীবদের বশীভূত করা, পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা ইত্যাদি)। এই সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তি পাঁচ রকমের।

সুতরাং অনন্য ভক্তি বলতে বোঝায় পূর্বোক্ত এই সমস্ত ব্যক্তিগত লাভের আশা রহিত হয়ে ভগবানের সেবা করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগত বাসনা রহিত এই ধরনের অনন্য ভক্তদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রীত হন।

ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জড়-জাগতিক স্তরে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের একাশিটি বিভিন্ন গুণ রয়েছে, এবং এই ধরনের সেবার ঊর্ধ্বে রয়েছে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি, যাকে বলা হয় সাধনভক্তি। সাধনভক্তির ঐকান্তিক অনুশীলন যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তা প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। প্রেমভক্তি নয় প্রকার—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব।

শান্ত ভক্তের রতি 'প্রেম' পর্যন্ত বাড়ে। দাস্য ভক্তের রতি 'রাগ' পর্যন্ত বিকশিত হয় এবং সখ্য ভক্তের রতি 'অনুরাগ' পর্যন্ত। বাৎসল্য ভক্তের রতিও 'অনুরাগ' পর্যন্ত, আর মাধুর্য ভক্তের রতির সীমা হচ্ছে 'মহাভাব' পর্যন্ত। এইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অনন্য ভক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

হরিভক্তি *সুধোদয়* গ্রন্থে 'ইত্থম্ভূত' শব্দটির অর্থ 'পূর্ণ আনন্দ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মানন্দকে গোষ্পদে সঞ্চিত জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, ভগবৎ প্রেমানন্দ সিন্ধুর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপ এতই সুন্দর যে তাঁর মধ্যে সমস্ত আকর্ষণ, সমস্ত আনন্দ এবং সমস্ত রস রয়েছে। এই আকর্ষণ এতই প্রবল যে তার আভাসেই ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধির সুখ মানুষ বর্জন করে। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না, কেন না জীব স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের এখানে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণের গুণের সঙ্গে জড় গুণের কোন সম্পর্ক নেই, কেন না তা সবই হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, এবং একজন একটি গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন এবং অপরে অন্য গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন।

সনক, সনাতন, সনন্দ এবং সনৎকুমার—এই চারজন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুল, তুলসী এবং চন্দনের সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের লীলা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁর লীলার সঙ্গে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনই ব্রজগোপিকারা

শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশী-গীতে লক্ষ্মীদেবীরও মন হরণ করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি জগতের সমস্ত যুবতীর মন হরণ করেন। বাৎসল্য রসের দ্বারা তিনি বয়স্কা মহিলাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং দাস্য রসে এবং সখ্য রসে পুরুষদের মন আকর্ষণ করেন।

'হরি' শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। কিন্তু তার দুটি মুখ্য অর্থ হল—তিনি সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন এবং প্রেম দান করে তিনি মন হরণ করেন। গভীর দুঃখে কেউ যদি ভগবানকে স্মরণ করেন তা হলে তিনি সব রকমের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের ভক্তি অনুশীলনের সমস্ত বিঘ্ন দূর করেন এবং শ্রবণ-কীর্তন আদি নবধা ভক্তি অনুশীলনের ফলস্বরূপ 'প্রেম' প্রকাশ করেন।

তাঁর স্বীয় গুণ এবং অপ্রাকৃত কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান শুদ্ধ ভক্তের চিত্তকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। এমনই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-শক্তি। তাঁর আকর্ষণ এতই প্রবল যে শুদ্ধ ভক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের প্রতিও আর আকৃষ্ট হন না। এমনই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আকর্ষণ। আর সেই সঙ্গে 'অপি' এবং 'চ' এই শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ার ফলে তার অর্থ অন্তহীনভাবে বর্ধিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অপি শব্দটির সাতটি অর্থ রয়েছে।

এইভাবে এই শ্লোকের প্রতিটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণাবলী সম্বন্ধে জানা যায়, যা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

শ্লোক ১১

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ; **গুণ**—দিব্য গুণ ; **আক্ষিপ্ত**—আকৃষ্ট ; **মতিঃ**—মন ; **ভগবান্**—শক্তিমান ; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র ; **অধ্যগাৎ**—অধ্যয়ন করেছিলেন ; **মহৎ**—মহৎ ; **আখ্যানম্**—বর্ণনা ; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে ; **বিষ্ণু-জন**—ভগবানের ভক্ত ; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেবের চিত্ত ভগবান শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবত-পুরাণ অত্যন্ত বিশাল হলেও তা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার ফলে তিনি বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব জানতেন যে তাঁর এই সন্তানটি জন্মের পর গৃহে থাকবেন না। তাই তিনি (ব্যাসদেব) *শ্রীমদ্ভাগবতের* সারমর্ম তাঁকে জানান, যাতে সেই শিশুটি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার প্রতি আসক্ত হতে পারে। তাঁর জন্মের পর *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোক আবৃত্তি করার মাধ্যমে সেই বিষয়ে তিনি আরও শিক্ষালাভ করেন।

মুক্ত পুরুষেরা সাধারণত নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অদ্বৈতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান। কিন্তু ব্যাসদেবের মতো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে মুক্ত পুরুষেরাও পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীল নারদ মুনির কৃপায় শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* মহাকাব্য বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং ব্যাসদেবের কৃপায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী এতই আকর্ষণীয় যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নির্বিশেষ ব্রহ্মে মগ্ন হওয়ার প্রতি অনাসক্ত হন এবং ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত থেকে অনর্থক বহুকাল নষ্ট করেছেন বলে মনে করে তিনি ব্রহ্মবাদ থেকে বিচ্যুত হন, অর্থাৎ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে সবিশেষ ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে অনেক বেশি আনন্দ অনুভব করা যায়। এবং সেই সময় থেকে তিনিই কেবল বিষ্ণুজনদের প্রিয় হন না, বিষ্ণুজনেরাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হন। ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা জীবের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করতে চান না এবং যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হওয়ার বাসনা করেন, তাঁরা নির্বিশেষবাদীদের খুব একটা পছন্দ করেন না, এবং তেমনই নির্বিশেষবাদীরাও, যাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন, তাঁরাও ভগবদ্ভক্তদের ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই অনাদিকাল ধরে এই দুই ধরনের পরমার্থবাদীরা কখনও কখনও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁদের উদ্দেশ্যের তারতম্যের জন্য তাঁরা উভয়েই পরস্পরের থেকে ভিন্ন থাকতে চান। তাই মনে হয় যেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও ভগবদ্ভক্তদের পছন্দ করতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেই ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন, তাই তিনি নিরন্তর বিষ্ণুজনদের দিব্য সঙ্গ কামনা করেন এবং বিষ্ণুজনেরা তাঁর সঙ্গ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, কেন না তিনি হচ্ছেন ব্যক্তি-ভাগবত। এইভাবে পিতা-পুত্র উভয়েই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং পরে তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট হন। শুকদেব গোস্বামী যে কিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা এই শ্লোকে পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জন্মকর্মবিলাপনম্ ।
সংস্থাং চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্ ॥ ১২ ॥

পরীক্ষিতঃ—মহারাজ পরীক্ষিতের ; **অথ**—এইভাবে ; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষির ; **জন্ম**—জন্ম ; **কর্ম**—কর্ম ; **বিলাপনম্**—মুক্তি ; **সংস্থাম্**—মহাপ্রস্থান ; **চ**—এবং ; **পাণ্ডুপুত্রাণাম্**—পাণ্ডুপুত্রদের ; **বক্ষ্যে**—আমি বলব ; **কৃষ্ণকথা-উদয়ম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথার উদয়।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিদের বললেনঃ এখন মুখ্যভাবে কৃষ্ণকথাই যাতে উদিত হয় সেইভাবে আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত এবং দেহত্যাগ বা মুক্তিবৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ জীবদের প্রতি এতই কৃপালু যে বিভিন্ন প্রাণী সমাজে তিনি স্বয়ং অবতরণ করে দৈনন্দিন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ভগবৎ সম্বন্ধীয় যে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য—তা সে নতুনই হোক বা পুরান হোক, তা ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমার বর্ণনা বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত *পুরাণ, মহাভারত* আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র কেবল কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে সেগুলি অপ্রাকৃত শাস্ত্রে পরিণত হয়, এবং আমরা যখন তা শ্রবণ করি তখন আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হই। *শ্রীমদ্ভাগবতও* একটি পুরাণ, কিন্তু এই পুরাণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাতে ভগবানের কার্যকলাপ হচ্ছে মুখ্য বিষয়বস্তু, তা কেবল কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতকে* অমল পুরাণ বলে বর্ণনা করেছেন। ভাগবত-পুরাণের কিছু অল্পজ্ঞ ভক্ত রয়েছে, যারা ভাগবতের প্রাথমিক স্কন্ধগুলি শিক্ষা গ্রহণ না করেই সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধে ভগবানের লীলা-বর্ণনা আস্বাদন করতে চায়। ভ্রান্তভাবে তারা মনে করে যে অন্যান্য স্কন্ধগুলি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নয়। এবং তাই মূর্খের মতো তারা প্রথমেই দশম স্কন্ধ পাঠ করতে শুরু করে। এই সমস্ত পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'শ্রীমদ্ভাগবতের' অন্যান্য স্কন্ধগুলি দশম স্কন্ধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী নটি স্কন্ধের তাৎপর্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম না করে দশম স্কন্ধে প্রবেশ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবাদি তাঁর ভক্তরা একই স্তরে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রসের ভক্তদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, এবং পাণ্ডবদের মতো তাঁর শুদ্ধ ভক্তরাও শ্রীকৃষ্ণবিহীন নন। ভক্ত এবং ভগবান পরস্পরের

সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁদের আলাদা আলাদা করা যায় না। তাই তাঁদের সম্বন্ধীয় কথাও কৃষ্ণকথা বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা।

শ্লোক ১৩-১৪

যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং
বীরেষ্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্শ-
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥ ১৩ ॥
ভর্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্
কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপ হরদ্‌বিপ্রিয়মেব তস্য
জুগুপ্সিতং কর্ম বিগর্হয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন ; **মৃধে**—রণাঙ্গনে ; **কৌরব**—ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ ; **সৃঞ্জয়ানাম্**—পাণ্ডবদের পক্ষ ; **বীরেষু**—বীরদের ; **অথো**—এইভাবে ; **বীর-গতিম**—বীরদের গন্তব্যস্থল ; **গতেষু**—প্রাপ্ত হয়ে ; **বৃকোদর**—ভীম ; **আবিদ্ধ**—পরাজিত হয়ে ; **গদা**—গদার দ্বারা ; **অভিমর্শ**—শোক করতে করতে ; **ভগ্ন**—ভগ্ন ; **উরুদণ্ডে**—উরুদণ্ড ; **ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রে**—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ; **ভর্তুঃ**—পতির ; **প্রিয়ম্**—প্রিয় ; **দ্রৌণিঃ**—দ্রোণাচার্যের পুত্রের ; **ইতি**—এইভাবে ; **স্ম**—হবে ; **পশ্যন্**—দেখে ; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী ; **সুতানাম্**—পুত্রদের ; **স্বপতাম্**—নিদ্রিত অবস্থায় ; **শিরাংসি**—মস্তক ; **উপহরৎ**—পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেছিল ; **বিপ্রিয়ম্**—প্রিয় ; **এব**—মতো ; **তস্য**—তার ; **জুগুপ্সিতম্**—অত্যন্ত জঘন্য ; **কর্ম**—কর্ম ; **বিগর্হয়ন্তি**—বিশেষভাবে গর্হিত।

অনুবাদ

কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের বীরেরা যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে হত হয়ে তাঁদের গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হন, এবং যখন ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন উরু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শোক করতে করতে ধরাশায়ী হয়, তখন দ্রোণাচার্যের পুত্র (অশ্বত্থামা) দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে তাদের মস্তক তার প্রভুকে পুরস্কারস্বরূপ দান করে। মূর্খের মতো সে মনে করেছিল যে তার ফলে দুর্যোধন প্রসন্ন হবে। দুর্যোধন কিন্তু তার এই গর্হিত কর্ম অনুমোদন করেনি এবং সে তাতে মোটেই প্রীত হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের যে অপ্রাকৃত বর্ণনা রয়েছে তার শুরু হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে, যেখানে *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন। তাই *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* উভয়ই হচ্ছে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় চিন্ময় বিষয়। গীতা হচ্ছে কৃষ্ণকথা বা শ্রীকৃষ্ণের কথা, কেন না তা ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আর *শ্রীমদ্ভাগবতও* হচ্ছে কৃষ্ণকথা, কেন না তা হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধীয় কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে সকলেই যেন তাঁর নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, ভারত-ভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা যেন এই কৃষ্ণকথা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, এবং সেই জ্ঞান যথাযথভাবে প্রাপ্ত হওয়ার পর সেই অপ্রাকৃত বাণী পৃথিবীর সর্বত্র সকলের কাছে প্রচার করেন। তার ফলে এই দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসবে।

শ্লোক ১৫

মাতা শিশূনাং নিধনং সুতানাং
নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদদ্‌বাষ্পকলাকুলাক্ষী
তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥ ১৫ ॥

মাতা—মাতা; **শিশূনাম্**—শিশুদের; **নিধনম্**—নিধন; **সুতানাম্**—পুত্রদের; **নিশম্য**—শোনার পর; **ঘোরম্**—বীভৎস; **পরিতপ্যমানা**—পরিতাপ করতে করতে; **তদা**—সেই সময়; **অরুদৎ**—ক্রন্দন করতে শুরু করেন; **বাষ্প-কল-আকুলাক্ষী**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **তাম্**—তাঁর; **সান্ত্বয়ন্**—শান্ত করে; **আহ**—বলেছিলেন; **কিরীটমালী**—অর্জুন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের পাঁচ পুত্রের জননী দ্রৌপদী তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁর গভীর শোক শান্ত করার চেষ্টায় অর্জুন তাঁকে বললেন।

শ্লোক ১৬

তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে
যৎব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য যৎস্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥ ১৬ ॥

তদা—সেই সময়ে ; **শুচঃ**—শোকাকুল অশ্রু ; **তে**—তোমার ; **প্রমৃজামি**—মুছিয়ে দেব ; **ভদ্রে**—হে ভদ্রে ; **যৎ**—যখন ; **ব্রহ্ম-বন্ধোঃ**—অধঃপতিত ব্রাহ্মণের ; **শিরঃ**—মস্তক ; **আততায়িনঃ**—আততায়ীর ; **গাণ্ডীবমুক্তৈঃ**—গাণ্ডীব নামক ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত ; **বিশিখৈঃ**—তীরের আঘাতে ; **উপাহরে**—তোমাকে এনে দেব ; **ত্বা**—তোমার জন্য ; **আক্রম্য**—তাতে চড়ে ; **যৎ**—যা ; **স্নাস্যসি**—স্নান করো ; **দগ্ধ-পুত্রা**—পুত্রদের পুড়িয়ে।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, আমার গাণ্ডীবের থেকে নিক্ষিপ্ত তীর দিয়ে তোমার পুত্রদের হত্যাকারীর মস্তক ছেদন করে আমি তোমাকে তা উপহার দেব। তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেব এবং আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব। তারপর, তোমার পুত্রদের মৃতদেহ সৎকার করে তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে স্নান করো।

তাৎপর্য

যে শত্রু গৃহে আগুন লাগায়, বিষ প্রদান করে, ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে অথবা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে এবং পত্নীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, তাকে বলা হয় আক্রমণকারী। এই ধরনের আক্রমণকারী যদি ব্রাহ্মণও হয় অথবা ব্রহ্মবন্ধু হয়, তা হলে সর্ব অবস্থাতেই তাকে দণ্ডদান করা বিধেয়। অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে অশ্বত্থামা নামক আক্রমণকারীর মস্তক তিনি ছেদন করবেন। তিনি জানতেন যে অশ্বত্থামা ছিলেন ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যখন একজন কসাইয়ের মতো আচরণ করে, তখন তাকে একটি কসাই বলেই মনে করা হয়, এবং কলিযুগে এই রকম ব্রাহ্মণের পুত্রকে হত্যা করলে কোন পাপ হয় না।

শ্লোক ১৭

ইতি প্রিয়াং বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ
স সান্ত্বয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ।
অন্বাদ্রবদ্দংশিত উগ্রধন্বা
কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে ; **প্রিয়াম্**—প্রিয়জনকে ; **বল্গু**—মধুর ; **বিচিত্র**—বৈচিত্র্যপূর্ণ ; **জল্পৈঃ**—বর্ণনার দ্বারা ; **সঃ**—তিনি ; **সান্ত্বয়িত্বা**—সন্তুষ্ট করে ; **অচ্যুত-মিত্র-সূতঃ**—অর্জুন, যিনি পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের দ্বারা পরিচালিত ; **অন্বাদ্রবৎ**—অনুসরণ করে ; **দংশিতঃ**—কবচের দ্বারা সুরক্ষিত ; **উগ্র-ধন্বা**—উগ্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে ; **কপিধ্বজঃ**—অর্জুন ; **গুরুপুত্রম্**—গুরুপুত্র ; **রথেন**—রথে চড়ে।

অনুবাদ

অর্জুন, যাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅচ্যুত সখা এবং সারথিরূপে সর্বদা পরিচালিত করেন, তিনি এই ধরনের বাক্যের দ্বারা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত হয়ে রথে চড়ে তিনি তাঁর অস্ত্রগুরুর পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ১৮

তমাপতন্তং স বিলক্ষ্য দূরাৎ
কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎপ্রাণপরীপ্সুরুর্ব্যাং
যাবদ্গমং রুদ্রভয়াদ্যথাকঃ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাকে; **আপতন্তম্**—ভয়ঙ্করভাবে ধাবিত; **সঃ**—সে; **বিলক্ষ্য**—দেখে; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **কুমার-হা**—রাজপুত্রদের হত্যাকারী; **উদ্বিগ্নমনাঃ**—উদ্বিগ্ন চিত্ত; **রথেন**—রথে করে; **পরাদ্রবৎ**—পলায়ন করে; **প্রাণ**—জীবন; **পরীপ্সুঃ**—রক্ষা করার জন্য; **উর্ব্যাম্**—প্রচণ্ড গতিতে; **যাবদ্গমম্**—যেভাবে সে পালাতে থাকে; **রুদ্র-ভয়াৎ**—রুদ্রের ভয়ে; **যথা**—যেমন; **কঃ**—ব্রহ্মা(অথবা অর্ক বা সূর্য)।

অনুবাদ

রাজপুত্রদের হত্যাকারী অশ্বত্থামা দূর থেকে অর্জুনকে প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য রথে করে পলায়ন করে, ঠিক যেভাবে ব্রহ্মা রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পুরাণের দুটি উপাখ্যানের বর্ণনা রয়েছে। 'কঃ' হচ্ছে ব্রহ্মার একটি নাম, যিনি এক সময় তাঁর কন্যার রূপে মোহিত হয়ে তার অনুগমন করতে শুরু করেন। তার ফলে শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর ত্রিশূল নিয়ে তিনি ব্রহ্মাকে আক্রমণ করেন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ব্রহ্মা তখন পলায়ন করেন। অর্ক হচ্ছে সূর্যের একটি নাম। এই বর্ণনাটি বামন পুরাণে রয়েছে। বিদ্যুন্মালি নামক এক অসুরের এক জ্যোতির্ময়-স্বর্ণ-বিমান ছিল, যাতে চড়ে সে সূর্যের পশ্চাতে গমন করত, এবং তার বিমানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে রাত্রিবেলায়ও আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। তার ফলে সূর্যদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর প্রচণ্ড রশ্মির দ্বারা সেই বিমানটিকে তিনি গলিয়ে ফেলেন। তার ফলে শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যদেবকে আক্রমণ করেন এবং অবশেষে সূর্যদেব বারাণসীতে পতিত হন। সেই স্থান এখন লোলার্ক নামে খ্যাত।

শ্লোক ১৯

যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥ ১৯ ॥

যদা—যখন; **অশরণম্**—উপযুক্তভাবে রক্ষিত না হয়ে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **ঐক্ষত**—দেখে; **শ্রান্ত-বাজিনম্**—শ্রান্ত অশ্ব; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **ব্রহ্ম-শিরঃ**—পরম (আণবিক) অস্ত্র; **মেনে**—প্রয়োগ করেছিল; **আত্ম-ত্রাণম্**—নিজেকে রক্ষা করার জন্য; **দ্বিজ-আত্ম-জঃ**—ব্রাহ্মণের পুত্র।

অনুবাদ

দ্বিজপুত্র (অশ্বত্থামা) যখন দেখল যে তার অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে বিবেচনা করল যে ব্রহ্মশির নামক (পারমাণবিক অস্ত্র) চরম অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তার আত্মরক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই।

তাৎপর্য

যখন আর অন্য কোনও গতি থাকে না, সেই চরম সংকটের সময়েই কেবল ব্রহ্মশির নামক পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। এখানে 'দ্বিজাত্মজঃ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না অশ্বত্থামা যদিও ছিল দ্রোণাচার্যের পুত্র, তবুও সে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল না। সব চাইতে উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তা কোন জন্মগত উপাধি নয়। পূর্বে অশ্বত্থামাকে ব্রহ্মবন্ধু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের বন্ধু বলতে গুণগতভাবে ব্রাহ্মণকে বোঝায় না। ব্রাহ্মণের বন্ধু অথবা পুত্র, যখন পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তখনই কেবল তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, তা না হলে নয়। যেহেতু অশ্বত্থামার এই বিবেচনা ছিল অপরিণত, তাই এখানে তাকে ব্রাহ্মণের পুত্র অথবা দ্বিজাত্মজ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সংদধে তৎসমাহিতঃ।
অজানন্নপিসংহারং প্রাণকৃচ্ছ্রে উপস্থিতে ॥ ২০ ॥

অথ—এইভাবে; **উপস্পৃশ্য**—পবিত্র হওয়ার জন্য স্পর্শ করে; **সলিলম্**—জল; **সংদধে**—মন্ত্র উচ্চারণ করে, **তৎ**—তা; **সমাহিতঃ**—একাগ্র চিত্তে; **অজানন্**—না জেনে; **অপি**—যদিও, **সংহারম্**—সংবরণ; **প্রাণকৃচ্ছ্রে**—জীব বিপন্ন হওয়ায়; **উপস্থিতে**—সেই রকম অবস্থায় পতিত হয়।

অনুবাদ

তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শপূর্বক আচমন করে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করল, যদিও সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্রটিকে সংবরণ করা যায়।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম জড় কার্যকলাপ স্থূল জড় কার্যকলাপের থেকে অধিক শক্তিশালী। এই ধরনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় বিশুদ্ধ শব্দের প্রভাবে, যাকে বলা হয় মন্ত্র। এখানে সেই মন্ত্রের প্রভাবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের পন্থা উল্লিখিত হয়েছে।

শ্লোক ২১

ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্বতোদিশম্।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তার ফলে ; **প্রাদুষ্কৃতম্**—বিকীরিত ; **তেজঃ**—তেজরাশি ; **প্রচণ্ডম্**—প্রচণ্ড ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র ; **দিশম্**—দিকে ; **প্রাণাপদম্**—প্রাণ বিপন্ন ; **অভিপ্রেক্ষ্য**—তা দেখে ; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন ; **উবাচ**—বলেছিলেন ; **হ**—পূর্বে।

অনুবাদ

তার ফলে এক প্রচণ্ড তেজরাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তা এত প্রচণ্ড ছিল যে অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন, এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন।

শ্লোক ২২

অর্জুন উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ ॥ ২২ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ ; **মহাবাহো**—সর্বশক্তিমান ; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের ; **অভয়ঙ্কর**—অভয় দানকারী ; **ত্বম্**—তুমি ; **একঃ**—একমাত্র ; **দহ্য-মানানাম্**—দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট ; **অপবর্গঃ**—মুক্তির পথ ; **অসি**—হও ; **সংসৃতেঃ**—জড় জগতের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন ঃ হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পার। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার তাপে দগ্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তা উপলব্ধি করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অর্জুনের উক্তি সর্বতোভাবে প্রামাণিক। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং তিনি বিশেষ করে ভক্তদের অভয় দানকারী। ভগবানের ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই নির্ভীক, কেন না ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করেন। জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অনেকটা বনের মধ্যে দাবানলের মতো, যা কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই নির্বাপিত হতে পারে। গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। তাই, যে মানুষ সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে, সে ভগবত্তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে করুণার বৃষ্টি লাভ করতে পারে। সদ্‌গুরু তাঁর উপদেশের মাধ্যমে ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত মানুষের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করতে পারেন, এবং এই দিব্য জ্ঞানই কেবল সংসাররূপী দাবানলের আগুন নির্বাপিত করতে পারে।

শ্লোক ২৩

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিতআত্মনি ॥ ২৩ ॥

ত্বম আদ্যঃ—তুমিই হচ্ছ আদি; **পুরুষঃ**—আনন্দ উপভোগকারী পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **মায়াম্**—জড়া শক্তি; **ব্যুদস্য**—যিনি পরিহার করেছেন; **চিচ্ছক্ত্যা**—চিৎ শক্তির দ্বারা; **কৈবল্যে**—শুদ্ধ দিব্য জ্ঞান এবং আনন্দে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **আত্মনি**—স্বয়ং।

অনুবাদ

তুমিই হচ্ছ সেই আদি পুরুষ ভগবান যিনি সৃষ্টির সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং যিনি হচ্ছেন মায়াশক্তির অতীত। তুমি তোমার চিৎ শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত করেছ। তুমি সর্বদাই চিন্ময় জ্ঞান এবং আনন্দে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

'ভগবদ্গীতা'য় ভগবান বলেছেন যে কেউ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, এবং মায়া অথবা জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অন্ধকার। সূর্যের আলোকের প্রকাশ হলে, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়। এখানে জড় জগতের অজ্ঞানান্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর থেকে অন্য সমস্ত অবতারেরা প্রকাশিত হন। সর্বব্যাপ্ত শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ। ভগবান অসংখ্য অবতাররূপে,

অসংখ্য জীবরূপে এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, তাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের সর্বব্যাপকতা, যা এই জড় জগতে উপলব্ধ হয়, তা হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ। তাই পরমাত্মাও তাঁরই অধীন তত্ত্ব। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম। জড় জগতের কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, কেন না তিনি জড় সৃষ্টির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। অন্ধকার হচ্ছে সূর্যের বিকৃত প্রকাশ এবং তাই অন্ধকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে সূর্যের উপর, কিন্তু সূর্যে অন্ধকারের কোন অস্তিত্ব নেই। সূর্য যেমন পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান এই জড় অস্তিত্বের অতীত পূর্ণ আনন্দময়। তিনি কেবল আনন্দময়ই নন, তিনি সব রকম দিব্য বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি পরম, অর্থাৎ তিনি প্রধান। তাঁর শক্তি অসংখ্য, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, প্রকাশিত করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। কিন্তু তাঁর স্বীয় ধামে সব কিছুই নিত্য এবং পরম। তাঁর শক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগৎ পরিচালিত করেন না, তা তাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, তাঁরই নির্দেশ অনুসারে।

শ্লোক ২৪

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্যেণ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সেই চিন্ময়; **এব**—অবশ্যই; **জীব-লোকস্য**—বদ্ধ জীবদের; **মায়া-মোহিত**—মায়ার দ্বারা মোহিত; **চেতসঃ**—চেতনার দ্বারা; **বিধৎসে**—সম্পাদন করে; **স্বেন**—তুমি স্বয়ং; **বীর্যেণ**—প্রভাবের দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গলময়; **ধর্মাদি**—চতুর্বর্গ; **লক্ষণম্**—লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তুমি এই জড়া প্রকৃতির অতীত, তবুও বদ্ধ জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি চতুর্বর্গাদি অনুষ্ঠান করে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, কিন্তু তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি অবশ্যই জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে অবতরণ করেন মায়ার দ্বারা মোহিত বদ্ধ জীবদের পুনরুদ্ধার করার জন্য। বদ্ধ জীবেরা মায়াশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, এবং ভ্রান্তভাবে তারা মায়া উপভোগ করতে চায়, যদিও স্বরূপগতভাবে জীব

কখনও ভোগ করতে পারে না। জীব সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, এবং যখন সে তার এই প্রকৃত অবস্থার কথা ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে তার মায়াবদ্ধ অবস্থা। ভগবান অবতরণ করেন জীবের এই ভ্রান্ত উপভোগের বাসনা মোচন করে জীবকে তাঁর ধামে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের প্রতি পরম ভগবানের করুণার প্রকাশ।

শ্লোক ২৫

তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাং চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥ ২৫ ॥

তথা—এইভাবে; **অয়ম্**—এই; **চ**—এবং; **অবতারঃ**—অবতার; **তে**—তোমার; **ভুবঃ**—জড় জগতের; **ভার**—ভার; **জিহীর্ষয়া**—দূর করার জন্য; **স্বানাম্**—বন্ধুদের; **চ অনন্য-ভাবানাম্**—এবং অনন্য ভক্তদের; **অনুধ্যানায়**—পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার জন্য; **চ**—এবং; **অসকৃৎ**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভূ-ভার হরণ করার জন্য এবং তোমার সখাদের এবং তোমার অনন্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করাবার জন্য তুমি অবতরণ কর।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যেন ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর আপনজন—তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। ভগবান সকলেরই পিতা। কেউই তাঁর পিতা হতে পারে না, এবং কেউ তাঁর পুত্রও হতে পারে না। কিন্তু তাঁর ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর আপনজন, এবং তাঁর ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। এর সঙ্গে জড় জগতের পিতা-মাতা আদি আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন সাদৃশ্য নেই। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় গুণের অতীত, এবং তার ফলে ভক্তিমার্গে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তার সঙ্গে জড় জগতের কোন যোগাযোগ নেই।

শ্লোক ২৬

কিমিদং স্বিৎকুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্।
সর্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম ॥ ২৬ ॥

কিম্—কি ; **ইদম্**—এই ; **স্বিৎ**—আসে ; **কুতঃ**—কোথা থেকে ; **বেতি**—অন্যথায় ; **দেব-দেব**—দেবতাদের দেবতা ; **ন**—না ; **বেদ্মি**—আমি জানি ; **অহম্**—আমি ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র ; **মুখম্**—দিকসকল ; **আয়াতি**—আসছে ; **তেজঃ**—তেজ ; **পরম**—পরম ; **দারুণম্**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

হে দেবতাদের দেবতা, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে ? তা আসছে কোথা থেকে ? আমি তা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে যা নিবেদন করা হয়, তা সশ্রদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে নিবেদন করতে হয় ; সেটিই হচ্ছে প্রচলিত রীতি, এবং অর্জুন যদিও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ সখা, তবুও জনসাধারণের শিক্ষার্থে তিনি সেই নীতি অনুসরণ করেছেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীভগবানুবাচ

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণাবাধ উপস্থিতে ॥ ২৭ ॥

শ্রী ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন ; **বেত্থ**—আমার কাছ থেকে জেনে রাখ ; **ইদম্**—এই ; **দ্রোণ-পুত্রস্য**—দ্রোণাচার্যের পুত্র ; **ব্রাহ্মম্ অস্ত্রম্**—ব্রাহ্ম (পারমাণবিক) অস্ত্র প্রয়োগ করার মন্ত্র ; **প্রদর্শিতম্**—প্রদর্শিত ; **ন**—না ; **এব**—এমন কি ; **অসৌ**—সে ; **বেদ**—জানে ; **সংহারম্**—সংবরণ ; **প্রাণাবাধ**—প্রাণবধ ; **উপস্থিতে**—উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন ঃ এটি দ্রোণপুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংবরণ করার উপায় জানে না, তবুও সে এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সে তার আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মশির অস্ত্র অনেকটা আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রের মতো। পারমাণবিক শক্তি সব কিছু দহন করতে পারে এবং ব্রহ্মাস্ত্রও তা পারে। তা আণবিক তেজ বিকীরণের মতো এক অসহ্য তাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, আণবিক অস্ত্র হচ্ছে স্থূল, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্র হচ্ছে মন্ত্রের প্রভাবে বস্তুত সূক্ষ্ম অস্ত্র। এটি এক ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, এবং পুরাকালে এই বিজ্ঞান ভারতবর্ষে অনুশীলন করা হত। মন

উচ্চারণরূপ যে সূক্ষ্ম বিজ্ঞান তাও জড়, কিন্তু আধুনিক জড় বৈজ্ঞানিকেরা এখনও সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে নি। সূক্ষ্ম জড় বিজ্ঞান পারমার্থিক নয়, কিন্তু তবুও তার সঙ্গে পারমার্থিক পন্থার সরাসরি যোগ রয়েছে, যা হচ্ছে আরও অধিক সূক্ষ্ম। মন্ত্র উচ্চারণকারী জানতেন কিভাবে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়, এবং কিভাবে তা সংবরণ করতে হয়। সেটিই ছিল পূর্ণ জ্ঞান। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পুত্র, যে এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ব্যবহার করেছিল, সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্র সংবরণ করতে হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল, এবং তার ফলে এই প্রয়োগ কেবল অসমীচীনই ছিল না, তা ছিল অধার্মিক। ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে এত ভুল করা তার উচিত হয়নি, এবং তার কর্তব্যকর্মের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলার জন্য ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা ॥ ২৮ ॥

ন—না ; **হি**—অবশ্যই ; **অস্য**—এর ; **অন্যতমম্**—অন্য ; **কিঞ্চিৎ**—কোন রকম ; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র ; **প্রতি**—প্রতি ; **অবকর্শনম্**—প্রতিক্রিয়া ; **জহি**—প্রতিহত করা ; **অস্ত্র-তেজঃ**—অস্ত্রের তেজ ; **উন্নদ্ধম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী ; **অস্ত্রজ্ঞঃ**—অস্ত্রবিশারদ ; **হি**—কার্যত ; **অস্ত্র-তেজসা**—তোমার অস্ত্রের প্রভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

হে অর্জুন, আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্রবিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত কর।

তাৎপর্য

আণবিক অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করার মতো কোন অস্ত্র আধুনিক যুগে আবিষ্কার করা হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব ছিল, এবং পুরাকালে যাঁরা অস্ত্র-বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তাঁরা ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারতেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র সেই অস্ত্র সংবরণ করার কৌশল জানত না, এবং তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর নিজের অস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করতে।

শ্লোক ২৯

সূত উবাচ

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
স্পৃষ্টাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মাস্ত্রং সংদধে ॥ ২৯ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **ফাল্গুনঃ**—ফাল্গুনী (অর্জুনের আর একটি নাম); **পরবীরহা**—প্রতিপক্ষের বীরদের হত্যাকারী; **স্পৃষ্টা**—স্পর্শ করে; **অপঃ**—জল; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **ব্রাহ্মম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রাহ্মাস্ত্রম্**—পরম অস্ত্র; **সংদধে**—ক্রিয়া করলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সে কথা শুনে অর্জুন পবিত্র হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আচমন করলেন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক ৩০

সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসংবৃতে।
আবৃত্য রোদসী খং চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ ॥ ৩০ ॥

সংহত্য—সমন্বয়ের দ্বারা; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **তেজসী**—তেজের দ্বারা; **শর**—অস্ত্র; **সংবৃতে**—আচ্ছাদন করে; **আবৃত্য**—আবৃত করে; **রোদসী**—পূর্ণ প্রভাব; **খম্ চ**—নভোমণ্ডলও; **ববৃধাতে**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে; **অর্ক**—সূর্যমণ্ডল; **বহ্নিবৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের তেজপুঞ্জের সংঘর্ষের ফলে সূর্যমণ্ডলের মতো এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড নভোমণ্ডল এবং সমস্ত গ্রহগুলি আচ্ছাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মশির অস্ত্রের সংঘর্ষের ফলে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রলয়কালে সূর্যের আগুনের মতো। আণবিক অস্ত্রের প্রভাবে যে তাপ সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মশির অস্ত্রের তুলনায় সেই তাপ অত্যন্ত নগণ্য। পারমাণবিক অস্ত্র বড় জোর একটি গ্রহকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্র সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সেই তাপের সঙ্গে প্রলয়াগ্নির তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সাংবর্তকমমংসত ॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে ; **অস্ত্র**—অস্ত্র ; **তেজঃ**—তেজ ; **তু**—কিন্তু ; **তয়োঃ**—উভয়ের ; **ত্রিন্ লোকান্**—ত্রিভুবন ; **প্রদহৎ**—দগ্ধ ; **মহৎ**—প্রচণ্ডভাবে ; **দহ্যমানাঃ**—দগ্ধ ; **প্রজাঃ**—প্রজা ; **সর্বাঃ**—সর্বত্র ; **সাংবর্তকম্**—যে অগ্নি প্রলয়ের সময় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে ; **অমংসত**—ভাবতে শুরু করল।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রলয়কালীন সংবর্তক আগুনের কথা ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

তিনটি ভুবন হচ্ছে উচ্চতর স্বর্গলোক, মধ্যবর্তী ভূলোক এবং নিম্নবর্তী পাতাললোক। ব্রহ্মশির অস্ত্র যদিও এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই অস্ত্র দুটি সংঘর্ষের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা সেই প্রচণ্ড তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে সংবর্তক আগুনের তুলনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মূর্খ লোকেরা যে বলে অন্যান্য গ্রহে কোন জীব নেই, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্লোক ৩২

প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরং চ তম্।
মতং চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জুনো দ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

প্রজা—জনসাধারণ ; **উপদ্রবম্**—উপদ্রব ; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে ; **লোক**—গ্রহসকল ; **ব্যতিকরম্**—ধ্বংস ; **চ**—ও ; **তম্**—তা ; **মতম্**—মত ; **চ**—এবং ; **বাসুদেবস্য**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ; **সংজহার**—সংবরণ ; **অর্জুনঃ**—অর্জুন ; **দ্বয়ম্**—উভয় অস্ত্র।

অনুবাদ

এইভাবে জনসাধারণকে উপদ্রুত দেখে এবং গ্রহসমূহের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস আশঙ্কা করে অর্জুন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রকেই তৎক্ষণাৎ সংবরণ করলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক আণবিক অস্ত্র যে এই পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে বলে মনে করা হয়, তা একটি শিশুসুলভ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত, আণবিক অস্ত্রের পৃথিবী ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই এবং দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না অথবা ধ্বংস হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম যে চরম

শক্তিসম্পন্ন, সে কথা মনে করাও ভুল। জড়া প্রকৃতির নিয়ম ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্যকরী হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি পরিচালিত হয়। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল এই পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, রাজনীতিবিদদের খামখেয়ালীর দ্বারা নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন চাইলেন যে দ্রৌণী এবং অর্জুন উভয়ের অস্ত্র দুটিই সংবরণ করা হোক্, তখন অর্জুন তৎক্ষণাৎ তা সম্পাদন করেছিলেন। তেমনই, সর্বশক্তিমান ভগবানের প্রতিনিধি রয়েছেন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৩৩

তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্।
ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রশনয়া যথা ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তখন; **আসাদ্য**—গ্রেপ্তার করে; **তরসা**—দক্ষতা সহকারে; **দারুণম্**—ভয়ঙ্কর; **গৌতমী-সুতম্**—গৌতমীর পুত্র; **ববন্ধ**—বন্ধন করে; **অমর্ষ**—ক্রুদ্ধ; **তাম্র-অক্ষঃ**—তাম্রের মতো রক্তিম চক্ষুদ্বয়; **পশুম্**—পশু; **রশনয়া**—রজ্জুর দ্বারা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

অর্জুন, ক্রোধে যাঁর চোখ দুটি তাম্র-গোলকের মতো রক্তিম হয়ে উঠেছিল, ক্ষিপ্রভাবে গৌতমীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামার মাতা কৃপী ছিলেন গৌতম কুলোদ্ভূতা। এই শ্লোকের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে অশ্বত্থামাকে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। শ্রীধর স্বামীর মতে, অর্জুন তাঁর ধর্ম অনুসারে এই ব্রাহ্মণ-পুত্রটিকে একটি পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রীধর স্বামীর এই মন্তব্যটি শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। অশ্বত্থামা যদিও ছিল দ্রোণাচার্য এবং কৃপীর পুত্র কিন্তু অধঃপতিত হওয়ার ফলে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার না করে পশুর মতো আচরণ করা উপযুক্তই হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বাবদ্ধা রিপুং বলাৎ।
প্রাহার্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥

শিবিরায়—শিবিরে যাওয়ার পথে; **নিনীষন্তম্**—তাকে নিয়ে যাওয়ার সময়; **রজ্জ্বা**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধ্বা**—বদ্ধ; **রিপুম্**—শত্রু; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **অর্জুনম্**—অর্জুনকে; **প্রকুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অম্বুজ-ঈক্ষণঃ**—পদ্মের মতো সুন্দর যাঁর দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করার পর অর্জুন তাকে শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে অর্জুন এবং কৃষ্ণ উভয়কেই ক্রুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্জুনের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে তাম্রের মতো আরক্তিম হলেও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় পদ্মের মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে অর্জুনের ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ সমপর্যায় নয়। ভগবান অপ্রাকৃত, এবং তাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম ভাব সমন্বিত। তাঁর ক্রোধ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের ক্রোধের মতো নয়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম-তত্ত্ব, তাই তাঁর ক্রোধ এবং আনন্দ উভয়ই সমান। তাঁর ক্রোধ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশিত হয় না। এটি কেবল তাঁর ভক্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ, কেন না সেটিই হচ্ছে তাঁর অপ্রাকৃত প্রকৃতি। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর ক্রোধের পাত্র তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই অপরিবর্তনীয়।

শ্লোক ৩৫

মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি।
যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥

মা—না; **এনম্**—তাকে; **পার্থ**—হে অর্জুন; **অর্হসি**—উচিত; **ত্রাতুম্**—ত্রাণ করা; **ব্রহ্ম-বন্ধুম্**—ব্রাহ্মণের আত্মীয়; **ইমম্**—তাকে; **জহি**—হত্যা করা; **যঃ**—যার আছে; **অসৌ**—সেই সমস্ত; **অনাগসঃ**—নিষ্পাপ; **সুপ্তান্**—সুপ্ত অবস্থায়; **অবধীৎ**—হত্যা করেছিল; **নিশি**—রাত্রিবেলা; **বালকান্**—বালকদের।

অনুবাদ

হে পার্থ, যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ, নিদ্রিত শিশুদের রাত্রিবেলা হত্যা করেছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, একে বধ কর।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মবন্ধু কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকে তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা চলে না, তাকে বলা হয় ব্রহ্মবন্ধু। হাইকোর্টের বিচারপতির পুত্র যেমন বিচারপতি নয়, তবে তাকে বিচারপতির পুত্র বা বিচারপতির আত্মীয় বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। তেমনি, জন্ম অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। হাইকোর্টের বিচারপতির পদ যেমন উপযুক্ত যোগ্যতা অনুসারে লাভ করা যায়, তেমনই ব্রাহ্মণত্ব উপযুক্ত গুণাবলীর দ্বারাই কেবল লাভ করা যায়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত মানুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী প্রকাশ হতে দেখা যায়, তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে, এবং ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কোনও মানুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না দেখা যায়, তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না, বড় জোর তাকে ব্রাহ্মণের আত্মীয় বা ব্রহ্মবন্ধু বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমস্ত ধর্মের অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেদে সে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, এবং তার কারণ তিনি পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৩৬

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্মবিৎ ॥ ৩৬ ॥

মত্তম্—মত্ত ; **প্রমত্তম্**—প্রমত্ত ; **উন্মত্তম্**—উন্মত্ত ; **সুপ্তম্**—নিদ্রিত ; **বালম্**—বালক ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক ; **জড়ম্**—মূর্খ ; **প্রপন্নম্**—শরণাগত ; **বিরথম্**—রথবিহীন ; **ভীতম্**—ভীত ; **ন**—না ; **রিপুম্**—শত্রু ; **হন্তি**—হত্যা করা ; **ধর্ম-বিৎ**—ধর্মজ্ঞ।

অনুবাদ

মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, শরণাগত, ভগ্নরথ, ভয়ার্ত, বালক বা স্ত্রীলোক শত্রু হলেও ধার্মিক ব্যক্তি তাকে বধ করেন না।

তাৎপর্য

যে শত্রু বাধা দান করে না তাকে ধর্মের বীর কখনও হত্যা করেন না ; পূর্বে যুদ্ধ হত ধর্ম অনুশাসনের ভিত্তিতে ; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কখনও তা হত না। শত্রু যদি পানোন্মত্ত, নিদ্রিত ইত্যাদি উপরোক্ত অবস্থায় থাকত, তা হলে কখনও তাকে হত্যা করা হত না। এগুলি হচ্ছে ধর্মযুদ্ধের কয়েকটি নীতি। পূর্বে কখনও স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালের ফলে যুদ্ধ হত না ; তা অনুষ্ঠিত হত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত ধর্মনীতি অনুসারে। ধর্মনীতির ভিত্তিতে হিংসা আচরণ করা তথাকথিত অহিংসা থেকে অনেক উন্নত।

শ্লোক ৩৭

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ।
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্যাত্যধঃ পুমান্ ॥ ৩৭ ॥

স্ব-প্রাণান্—নিজের জীবন; **যঃ**—যে; **পরপ্রাণৈঃ**—অনেক হত্যা করে; **প্রপুষ্ণাতি**—যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়; **অঘৃণঃ**—নির্লজ্জ; **খলঃ**—ক্রূর; **তৎ-বধঃ**—তাকে হত্যা করা; **তস্য**—তার; **হি**—অবশ্যই; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়; **যৎ**—যার দ্বারা; **দোষাৎ**—দোষের দ্বারা; **যাতি**—গমন করে; **অধঃ**—নিম্নতর লোকে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যে ঘৃণ্য, ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করে স্বীয় প্রাণ পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক, তা না হলে তার সেই পাপের ফলে সে নরকগামী হবে।

তাৎপর্য

যে মানুষ অপরকে হত্যা করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জভাবে জীবনধারণ করে, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াই উপযুক্ত শাস্তি। রাজ্য-শাসনের নীতি হচ্ছে নিষ্ঠুর হত্যাকারীকে নরক থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া। সরকার যে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দান করে তার পক্ষে তা মঙ্গলজনক, কেন না তা না হলে তার পরবর্তী জীবনে তার সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হবে। হত্যাকারীকে এইভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যদিও সব চাইতে কঠোর দণ্ড, তবুও সেটাতার মঙ্গলেরই জন্য। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাজা যখন হত্যাকারীকে এই দণ্ড দান করেন, তার ফলে সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। এমন কি তার ফলে সে স্বর্গলোকেও উন্নীত হতে পারে। ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির প্রণেতা মনু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, পশুঘাতকদেরও হত্যাকারী বলে বিবেচনা করতে হবে, কেন না পশুর মাংস উন্নত মানুষদের আহার্য নয়। মানুষের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। তিনি বলেছেন যে পশুহত্যা সংঘবদ্ধভাবে চক্রান্ত করে মানুষ হত্যা করারই মতো, এবং তার ফলে তাদের সকলকে দণ্ডভোগ করতে হবে। পশুহত্যায় যে অনুমতি দেয়, যে পশুকে হত্যা করে, যে পশু-মাংস বিক্রয় করে, যে পশু-মাংস পরিবেশন করে, তারা সকলেই হচ্ছে ঘাতক এবং প্রকৃতির নিয়মে তাদের সকলকেই দণ্ডভোগ করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও কেউই আজ পর্যন্ত একটি জীবও তৈরি করতে পারেনি, এবং তাই কোন প্রাণীকে হত্যা করার অধিকার কারও নেই। যারা মাংসাহারী তাদের জন্য যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে কেবল সেই মাংস আহার করার অনুমতি শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং

এই ধরনের অনুমোদন পশুহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে কসাইখানায় ইচ্ছামত পশুবলি দেওয়া বন্ধ করার জন্য। যজ্ঞবেদিতে পশুবলি দেওয়া হলে সেই পশু সরাসরিভাবে মনুষ্য স্তরে উন্নীত হয়, এবং পশু-মাংস আহারীও তার পাপ থেকে মুক্ত হয়। জড় জগৎ সর্বদাই নানা রকম উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, এবং পশুহত্যার ফলে সেই পরিবেশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং নানা রকমের প্রাকৃতিক গোলযোগ দেখা দেবে।

শ্লোক ৩৮

প্রতিশ্রুতং চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে; **চ**—এবং; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **পাঞ্চাল্যৈঃ**—পাঞ্চালের রাজকন্যা (দ্রৌপদী); **শৃণ্বতঃ**—যা শোনা হয়েছে; **মম**—ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা; **আহরিষ্যে**—আমাকে আহরণ করতে হবে; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্য**—তার; **যঃ**—যার; **তে**—তোমার; **মানিনি**—বিবেচনা; **পুত্র-হা**—পুত্রদের হত্যাকারী।

অনুবাদ

হে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ যে তুমি তাঁর পুত্রহত্যাকারীর মস্তক তাঁকে উপহার দেবে।

শ্লোক ৩৯

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংসনঃ ॥ ৩৯ ॥

তৎ—তার ফলে; **অসৌ**—এই; **বধ্যতাম্**—হত্যা করা হবে; **পাপঃ**—পাপী; **আততায়ী**—আততায়ী; **আত্ম**—নিজের; **বন্ধু-হা**—স্বজন হত্যাকারী; **ভর্তুঃ**—পতি; **চ**—ও; **বিপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **বীর**—হে বীর; **কৃতবান্**—করেছ; **কুল-পাংসনঃ**—কুলাঙ্গার।

অনুবাদ

অতএব হে বীর! এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার তোমার স্বজনদের হত্যা করেছে, এবং স্বীয় প্রভু দুর্যোধনের অনভিপ্রেত কার্য অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ কর।

তাৎপর্য

এখানে দ্রোণাচার্যের পুত্রকে কুলাঙ্গার বলে নিন্দা করা হয়েছে। দ্রোণাচার্য ছিলেন শ্রদ্ধার্হ। যদিও তিনি শত্রুপক্ষে যোগদান করেছিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা তাঁকে সর্বদাই গভীর দৃষ্টিতে দেখতেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হওয়ার পূর্বে অর্জুন প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পুত্র এমন সমস্ত জঘন্য কর্ম করেছিল, যা উচ্চ কুলোদ্ভূত কোন দ্বিজ কখনও করেনি। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করেছিল। তার এই জঘন্য কর্ম তার প্রভু দুর্যোধনও অনুমোদন করেনি, এবং এই রকম নৃশংসভাবে পাণ্ডবদের নিদ্রিত পুত্রদের হত্যা করার জন্য দুর্যোধন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অর্জুনের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামাকে দণ্ডদান করা অর্জুনের কর্তব্য ছিল। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে অতর্কিতে আক্রমণ করে অথবা পিছন থেকে আক্রমণ করে প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় অথবা গৃহে আগুন লাগায় অথবা স্ত্রী অপহরণকারী, তাকে হত্যা করাই হচ্ছে বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে কথা মনে করিয়ে দেন যাতে অর্জুন যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৪০

সূত উবাচ

এবং পরীক্ষতা ধর্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥ ৪০ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **এবম্**—এইভাবে ; **পরীক্ষতা**—পরীক্ষিত হয়ে ; **ধর্মম্**—কর্তব্যকর্ম সম্পাদন সম্বন্ধে ; **পার্থঃ**—শ্রীঅর্জুন ; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে ; **ন ঐচ্ছৎ**—করতে চাইলেন না ; **হন্তুম্**—হত্যা করতে ; **গুরু-সুতম্**—গুরুপুত্র ; **যদ্যপি**—যদিও ; **আত্ম-হনম্**—পুত্রদের হত্যাকারী ; **মহান্**—মহান।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ এইভাবে অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁকে উত্তেজিত করছিলেন, তবুও মহাত্মা অর্জুন তাঁর মহত্ত্ব হেতু পুত্রহন্তা হলেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন মহাত্মা, যা এখানে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ভগবান স্বয়ং তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন দ্রোণাচার্যের পুত্রকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু অর্জুন বিবেচনা করেছিলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র যদিও ছিল কুলাঙ্গার

এবং যদিও সে অনর্থক নানা রকম নৃশংস কর্ম করেছিল, কিন্তু তবুও তাঁর গুরুদেবের পুত্র বলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য বাহ্যিকভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। এমন নয় যে ধর্ম সম্বন্ধে অর্জুনের যথার্থ জ্ঞান ছিল না, অথবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পরীক্ষা করেন লোকসমক্ষে তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করার জন্য। গোপিকাদের তিনি এইভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, প্রহ্লাদ মহারাজকে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাই ভগবানের এই পরীক্ষায় সাফল্য সহকারে উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক ৪১

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।
ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্ ॥ ৪১ ॥

অথ—তারপর; **উপেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **স্ব**—স্বীয়; **শিবিরম্**—শিবিরে; **গোবিন্দ**—গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ); **প্রিয়**—প্রিয়; **সারথি**—সারথি; **ন্যবেদয়ৎ**—সমর্পণ করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রিয়ায়ৈ**—তাঁর প্রিয়া দ্রৌপদীকে; **শোচন্ত্যা**—শোকমগ্না; **আত্ম-জান্**—পুত্রদের; **হতান্**—হত্যা করেছে।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সখা ও সারথিরূপে বরণ করেছিলেন, সেই অর্জুন নিজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিহত পুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের অপ্রাকৃত সম্পর্ক ছিল পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক। *ভগবদ্গীতাতে* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে তাঁর প্রিয়তম সখারূপে সম্বোধন করেছেন। এইভাবে প্রতিটি জীবই ভৃত্যরূপে অথবা সখারূপে অথবা পিতা-মাতারূপে অথবা প্রেমিকারূপে ভগবানের সঙ্গে এক অপ্রাকৃত প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্কিত। এইভাবে সকলেই চিন্ময় ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে পারেন, যদি তিনি সেই বাসনা করেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করেন।

শ্লোক ৪২

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ-
মবাঙ্মুখং কর্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং
বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ ॥ ৪২ ॥

তথা—এইভাবে ; **আহৃতম্**—আনীত ; **পশুবৎ**—পশুর মতো ; **পাশ-বদ্ধম্**—রজ্জুবদ্ধ ; **অবাক্-মুখম্**—মুখে কোন কথা নেই ; **কর্ম**—কর্ম ; **জুগুপ্সিতে**—জঘন্য ; **নিরীক্ষ্য**—দেখে ; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী ; **অপকৃতম্**—অপকারী ; **গুরোঃ**—গুরু ; **সুতম্**—পুত্র ; **বাম**—সুন্দর ; **স্বভাবা**—স্বভাব-সম্পন্না ; **কৃপয়া**—কৃপা প্রভাবে ; **ননাম**—প্রণাম ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ এবং অত্যন্ত জঘন্য কার্য করার ফলে অধোবদন এবং মৌন গুরুপুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত শোভন-চরিতা দ্রৌপদী দয়ার্দ্র চিত্তে সম্ভ্রমে তাকে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামাকে ভগবান স্বয়ং নিন্দা করেছিলেন এবং অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের পুত্র বা আচার্যের পুত্রের মতো আচরণ করেননি। কিন্তু পুত্রশোকে শোকমগ্না দ্রৌপদীর কাছে যখন তাঁর পুত্রদের হত্যাকারী সেই অশ্বত্থামাকে নিয়ে আসা হল, তখন দ্রৌপদী তাঁকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছিল তাঁর স্ত্রী-সুলভ কোমল স্বভাবের প্রকাশ। স্ত্রীলোকেরা অপরিণত বয়স্ক বালকের মতো, এবং তাই তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মতো বিচার করার ক্ষমতা নেই। অশ্বত্থামা নিজেকে দ্রোণাচার্যের অযোগ্য পুত্র বলে প্রমাণ করেছিল এবং সেই জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু তবুও কোমল-স্বভাবা স্ত্রী দ্রৌপদী ব্রাহ্মণ বলে তাকে সম্মান না করে পারলেন না।

এখনও হিন্দু পরিবারের মহিলারা ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তা সেই ব্রহ্ম-বন্ধু যতই অধঃপতিত এবং জঘন্য হোক্ না কেন। কিন্তু পুরুষেরা এই সমস্ত ব্রহ্ম-বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছেন, যাদের উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে শূদ্রদের থেকেও অধম।

এই শ্লোকে বামস্বভাবা, অর্থাৎ 'কোমল এবং নম্র স্বভাবা' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভাল মানুষ অথবা মহিলারা সব কিছুই অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পুরুষেরা তা করেন না। কেবলমাত্র ভদ্রোচিত আচরণ করার জন্য আমাদের বিচার করার ক্ষমতা কখনই বর্জন করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদের কোমল স্বভাব অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়, কেন না তা হলে যথার্থ বস্তু যথাযথভাবে গ্রহণ করা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি। শোভন স্বভাবা মহিলা অশ্বত্থামাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি একজন যথার্থ ব্রাহ্মণের মতো সম্মানীয়।

শ্লোক ৪৩

উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥ ৪৩ ॥

উবাচ—বলেছিলেন ; **চ**—এবং ; **অসহন্তী**—তার কাছে অসহনীয় ; **অস্য**—তার ; **বন্ধন**—বন্ধন ; **আনয়নং**—আনীত ; **সতী**—পতিপরায়ণা ; **মুচ্যতাম্ মুচ্যতাম্**—বন্ধন মোচন কর ; **এষঃ**—এই ; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ ; **নিতরাম্**—আমাদের ; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

এইভাবে অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সাধ্বী দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন ঃ এর বন্ধন মোচন কর, এর বন্ধন মোচন কর, কেন না ব্রাহ্মণ সব সময়ই আমাদের পূজার্হ।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামাকে যখন দ্রৌপদীর সামনে নিয়ে আসা হল, তখন একজন ব্রাহ্মণকে এইভাবে একজন কয়েদির মতো রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সেই দৃশ্য তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হয়েছিল, বিশেষ করে সেই ব্রাহ্মণটি যখন হচ্ছেন গুরুপুত্র।

অশ্বত্থামা যে দ্রোণাচার্যের পুত্র, সে কথা পূর্ণরূপে অবগত হয়েই অর্জুন তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তার পিতৃ-পরিচয় জানতেন, কিন্তু তবুও উভয়েই সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে হত্যাকারী জেনে তাকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। গুরু যদি অধঃপতিত হয়, তা হলে শাস্ত্রে তাকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরুকে আচার্য বলা হয়, অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর শিষ্যদের সেই পন্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করেন। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ অথবা শিক্ষকের কর্তব্য সম্পাদন করতে অকৃতকার্য হয়েছিল, এবং তাই সে ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ পদের উপযুক্ত ছিল না, এবং তাকে ত্যাগ করাই ছিল বিধেয়। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যথাযথভাবেই অশ্বত্থামাকে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু শোভন-চরিতা দ্রৌপদী শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করেননি, তিনি তা বিচার করেছিলেন লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিতে। লোকাচার অনুসারে অশ্বত্থামা ছিল তাঁর পিতারই মতো শ্রদ্ধার্হ। কেন না, সাধারণত মানুষ ব্রাহ্মণের পুত্রকেও আদর্শ ব্রাহ্মণ মনে করেন, যা ভাবপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যে সে ব্রাহ্মণ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ব্রাহ্মণোচিত গুণ অনুসারেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নিরূপণ করা হয়, জন্ম অনুসারে নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রৌপদী চেয়েছিলেন যে অশ্বত্থামাকে যেন তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করা হয়, এবং তাঁর এই ভাবপ্রবণতা তাঁর শোভন চরিত্রেরই পরিচায়ক। তা থেকে

বোঝা যায় যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে সব রকম দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও অন্যের প্রতি নির্দয় হন না, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও নয়। এগুলি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী।

শ্লোক ৪৪

সরহস্যো ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥

স-রহস্যঃ—গোপনীয়; **ধনুঃ-বেদঃ**—ধনুর্বেদ; **স-বিসর্গ**—প্রয়োগ; **উপসংযমঃ**—নিয়ন্ত্রণ; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **গ্রামঃ**—সব রকমের; **চ**—এবং; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **শিক্ষিতঃ**—শিক্ষিত; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার প্রভাবে।

অনুবাদ

দ্রোণাচার্যের কৃপার প্রভাবেই আপনি গোপনীয় মন্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষালাভ করেছেন।

তাৎপর্য

দ্রোণাচার্য ধনুর্বেদ বা সামরিক-বিজ্ঞান শিক্ষাদান করেছিলেন বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে অস্ত্র প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ করার গোপন রহস্য শিক্ষাদান করে। স্থূল সামরিক বিজ্ঞান কেবল জড় অস্ত্রই নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রে নিষ্ণাত বাণ মেসিনগান অথবা অ্যাটম্ বোমা আদি জড় অস্ত্র থেকে অনেক বেশি কার্যকরী। সেই অস্ত্র প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ হত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে রামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ কেবল শব্দের দ্বারা বাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। লক্ষ্যবস্তুকে দর্শন না করে, কেবল শব্দ শুনে তিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। সুতরাং তা ছিল আধুনিক যুগের সমস্ত স্থূল সামরিক অস্ত্র থেকে অনেক উন্নত সূক্ষ্ম সামরিক বিজ্ঞান। অর্জুন সেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে, এবং তাই দ্রৌপদী অর্জুনকে সেই দ্রোণাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে অনুরোধ করেছিলেন। দ্রোণাচার্যের অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্র হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি। এটি হচ্ছে শোভন-চরিতা দ্রৌপদীর মনোভাব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে দ্রোণাচার্যের মতো একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কেন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদান করলেন। তার উত্তর হচ্ছে, ব্রাহ্মণ যে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন। যথার্থ ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে যজন, যাজন, পঠন এবং পাঠন।

শ্লোক ৪৫

স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে।
তস্যাত্মনোঽর্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী ॥ ৪৫ ॥

সঃ—তিনি ; **এষঃ**—অবশ্যই ; **ভগবান্**—প্রভু ; **দ্রোণঃ**—দ্রোণাচার্য ; **প্রজা-রূপেণ**—তাঁর পুত্র অশ্বত্থামারূপে ; **বর্ততে**—বিরাজ করছেন ; **তস্য**—তাঁর ; **আত্মনঃ**—দেহের ; **অর্ধম্**—অর্ধ ; **পত্নী**—পত্নী ; **আস্তে**—জীবিত আছেন ; **ন**—না ; **অন্বগাৎ**—অনুষ্ঠান করা ; **বীরসূঃ**—বীর পুত্র বর্তমান থাকায় ; **কৃপী**—কৃপাচার্যের ভগ্নী।

অনুবাদ

পূজনীয় দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্র এই অশ্বত্থামারূপেই বিদ্যমান। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী কৃপীও জীবিতা আছেন, কেন না বীর পুত্র প্রসবিনী বলে তিনি তাঁর মৃত পতির সহমৃতা হননি।

তাৎপর্য

দ্রোণাচার্যের পত্নী কৃপী হচ্ছেন কৃপাচার্যের ভগিনী। পতিব্রতা স্ত্রী হচ্ছেন তাঁর পতির অর্ধাঙ্গিনী। শাস্ত্রমতে অপুত্রক পত্নী পতির মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় পতির চিতায় প্রবেশ করে পতির সহগামিনী হতে পারেন। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পত্নী তাঁর মৃত পতির সহমৃতা হননি, কেন না তাঁর পতির প্রতিনিধিরূপে তাঁর পুত্র বর্তমান ছিল। পুত্র বর্তমান থাকলে পতিহীনা স্ত্রী কেবল নামে মাত্রই বিধবা। সুতরাং, উভয় ক্ষেত্রেই অশ্বত্থামা ছিল দ্রোণাচার্যের প্রতিনিধি, এবং তাই অশ্বত্থামাকে হত্যা করা হলে তা দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার মতোই হত। সেটিই ছিল অশ্বত্থামাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে দ্রৌপদীর যুক্তি।

শ্লোক ৪৬

তদ্ ধর্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলম্।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৪৬ ॥

তৎ—সেই হেতু ; **ধর্মজ্ঞ**—যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ; **মহা-ভাগ**—মহা ভাগ্যবান ; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা ; **গৌরবম্**—গৌরবান্বিত ; **কুলম্**—কুল ; **বৃজিনম্**—দুঃখদায়ক ; **ন**—না ; **অর্হতি**—প্রাপ্য ; **প্রাপ্তুম্**—পাওয়ার জন্য ; **পূজ্যম্**—পূজনীয় ; **বন্দ্যম্**—প্রশংসনীয় ; **অভীক্ষ্ণশঃ**—সর্বদা।

অনুবাদ

হে ধর্মবিদ, হে মহাযশস্বী! সর্বদা আপনাদের পূজ্য এবং বন্দনীয় গুরুকুল যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন।

তাৎপর্য

সম্মানীয় কুলে যদি স্বল্প অপবাদও প্রয়োগ করা হয় তা হলে তা দুঃখ উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। তাই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের পূজনীয় সদস্যদের সঙ্গে সর্বদাই সাবধানতার সঙ্গে আচরণ করা।

শ্লোক ৪৭

মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

মা—না ; **রোদীৎ**—কাঁদানো ; **অস্য**—তার ; **জননী**—জননী ; **গৌতমী**—দ্রোণাচার্যের পত্নী ; **পতিদেবতা**—পতিপরায়ণা ; **যথা**—যেমন ; **অহম্**—আমি ; **মৃত-বৎসা**—যার পুত্র মারা গেছে ; **আর্তা**—আর্তা ; **রোদিমি**—ক্রন্দন করছি ; **অশ্রু-মুখী**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে ; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

আমি যেমন পুত্রহারা হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরন্তর রোদন করছি, এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা গৌতমী যেন সেভাবে রোদন না করেন।

তাৎপর্য

পরদুঃখকাতরা সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী দ্রৌপদী মাতৃত্বের অনুভূতি নিয়ে এবং দ্রোণাচার্যের পত্নীর সম্মানিত পদের কথা বিবেচনা করে স্থির করেছিলেন যে তিনি তাঁর মতো যেন পুত্রহারা না হন।

শ্লোক ৪৮

যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
তৎ কুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতম্ ॥ ৪৮ ॥

যৈঃ—যাদের ; **কোপিতম্**—ক্রুদ্ধ ; **ব্রহ্ম-কুলম্**—ব্রাহ্মণকুল ; **রাজন্যৈঃ**—ক্ষত্রিয়দের ; **অজিত**—অনিয়ন্ত্রিত ; **আত্মভিঃ**—নিজের দ্বারা ; **তৎ**—তা ; **কুলম্**—কুল ; **প্রদহতি**—বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; **আশু**—অচিরেই ; **স-অনুবন্ধম্**—পরিবার-পরিজন সহ ; **শুচা-অর্পিতম্**—শোকার্তা হয়ে।

অনুবাদ

অসংযতমনা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ জন্মায়, সেই ক্রুদ্ধ ব্রহ্মকুল সেই ক্ষত্রিয় বংশকে সপরিবারে শোকে নিমজ্জিত করে শীঘ্র নষ্ট করে।

তাৎপর্য

সমাজে ব্রাহ্মণকুল, অথবা পারমার্থিক বিষয়ে উন্নত মানুষেরা এবং এই ধরনের উচ্চ পরিবারের সদস্যরা সর্বদাই নিম্নতর কুলের মানুষদের দ্বারা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পূজিত হতেন।

শ্লোক ৪৯

সূত উবাচ

ধর্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং মহৎ।
রাজা ধর্মসুতো রাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ ॥ ৪৯ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **ধর্ম্যম্**—ধর্মনীতি অনুসারে ; **ন্যায্যম্**—ন্যায় ; **স-করুণম্**—সকরুণ ; **নির্ব্যলীকম্**—ধর্ম-বহির্মুখ না হয়ে ; **সমম্**—সমতা ; **মহৎ**—মহৎ ; **রাজা**—রাজা ; **ধর্ম-সূতঃ**—ধর্মপুত্র ; **রাজ্ঞ্যাঃ**—রানীর দ্বারা ; **প্রত্যনন্দৎ**—সমর্থন করলেন ; **বচঃ**—বলেছিলেন ; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ হে ব্রাহ্মণগণ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মনীতি অনুসারে উক্ত রানীর সেই ন্যায়সঙ্গত মহৎ সকরুণ এবং সমতাপূর্ণ উক্তি সমর্থন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধর্মরাজ বা যমরাজের পুত্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অর্জুনের কাছে দ্রৌপদীর আবেদন পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন। মহৎ পরিবারের কোন সদস্যের অবমাননা করা উচিত নয়। অর্জুন এবং তাঁর পরিবার দ্রোণাচার্যের পরিবারের কাছে ঋণী ছিলেন, কেন না অর্জুন তাঁর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন। যদি এই রকম মহৎ পরিবারের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, তা হলে নৈতিক দিক দিয়ে তা হবে অন্যায়। দ্রোণাচার্যের পত্নী, যিনি ছিলেন সেই মহাত্মার অর্ধাঙ্গিনী, তাঁর প্রতি অবশ্যই করুণাপূর্বক আচরণ করা উচিত, এবং তাঁকে যেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুজনিত বেদনায় ব্যথিত হতে না হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। সেটিই হচ্ছে যথার্থ করুণা। দ্রৌপদীর এই উক্তি সব রকমের প্রবঞ্চনারহিত, কেন না তাঁর এই উক্তি পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দৃষ্টিতে সমতা ছিল, কেন না দ্রৌপদী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি বলেছিলেন। বন্ধ্যা রমণী মায়ের বেদনা বুঝতে পারে না। দ্রৌপদী তাঁর নিজের পুত্রশোকে শোকার্তা ছিলেন, এবং তাই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে অশ্বত্থামার মৃত্যু হলে কৃপী কি রকম বেদনা অনুভব করবে এবং তাঁর আচরণ ছিল মহৎ, কেন না তিনি এক মহান পরিবারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫০ ॥

নকুলঃ—নকুল ; **সহদেবঃ**—সহদেব ; **চ**—এবং ; **যুযুধানঃ**—সাত্যকি ; **ধনঞ্জয়ঃ**—অর্জুন ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **দেবকী-পুত্রঃ**—দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ; **যে**—যে সমস্ত ; **চ**—এবং ; **অন্যে**—অন্য ; **যাঃ**—যারা ; **চ**—এবং ; **যোষিতঃ**—মহিলারা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি, অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলারা সকলেই মহারাজের সঙ্গে একমত হলেন।

শ্লোক ৫১

তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ।
ন ভর্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্ বৃথা ॥ ৫১ ॥

তত্র—তখন ; **আহ**—বলেছিলেন ; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধভাবে ; **ভীমঃ**—ভীম ; **তস্য**—তার ; **শ্রেয়ান্**—চরম মঙ্গলের জন্য ; **বধঃ**—বধ করা ; **স্মৃতঃ**—মনে করেছিলেন ; **ন**—না ; **ভর্তুঃ**—পতির ; **ন**—না ; **আত্মনঃ**—তাঁর স্বীয় পুত্র ; **চ**—এবং ; **অর্থে**—জন্য ; **যঃ**—যে ; **অহন্**—হত্যা করেছে ; **সুপ্তান্**—সুপ্ত ; **শিশূন্**—শিশুদের ; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

ভীম কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে প্রস্তাব করলেন, যে জঘন্য দুর্বৃত্ত নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছে, তাকে বধ করাই উচিত।

শ্লোক ৫২

নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব ॥ ৫২ ॥

নিশম্য—তা শোনার পরই ; **ভীম**—ভীম ; **গদিতম্**—উক্ত ; **দ্রৌপদ্যাঃ**—দ্রৌপদীর ; **চ**—এবং ; **চতুঃ-ভুজঃ**—চতুর্ভুজ (পরমেশ্বর ভগবান) ; **আলোক্য**—দর্শন করে ; **বদনম্**—মুখমণ্ডল ; **সখ্যুঃ**—তাঁর বন্ধুর ; **ইদম্**—এই ; **আহ**—বলেছিলেন ; **হসন্**—স্মিতহাস্য ; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

চতুর্ভুজ পরমেশ্বর ভগবান, ভীম, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁর বন্ধু অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, তা হলে এখানে যে কেন তাঁকে চতুর্ভুজ বলে সম্বোধন করা হল তা শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন। ভীম এবং দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে বধ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। ভীম চেয়েছিলেন তাকে তৎক্ষণাৎ বধ করতে, কিন্তু দ্রৌপদী তার প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, ভীম যখন তাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন দ্রৌপদী কিভাবে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন। তাঁদের উভয়কে নিরস্ত্র করার জন্য ভগবান তাঁর অপর দুটি অস্ত্র প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কিন্তু তাঁর নারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজ প্রদর্শন করেন। নারায়ণরূপে তিনি তাঁর ভক্ত সহ বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁর আদি রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি কৃষ্ণলোকেই বিরাজ করেন, যা চিদাকাশের বৈকুণ্ঠলোক থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে যদি চতুর্ভুজ বলে সম্বোধন করা হয় তা হলে তা বিরুদ্ধ উক্তি নয়। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে তিনি শত শত হস্ত প্রদর্শন করতে পারেন, তাঁর বিশ্বরূপে যা তিনি অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। তাই, যিনি শত-সহস্র হস্ত প্রদর্শন করতে পারেন, তিনি প্রয়োজন হলে চারটি হস্ত অবশ্যই প্রকাশ করতে পারেন।

অশ্বত্থামাকে নিয়ে যে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে অর্জুন যখন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, তখন অর্জুনের প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্যার সমাধান করার ভার গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেনও।

শ্লোক ৫৩-৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্ ॥ ৫৩ ॥

কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎসান্ত্বয়তা প্রিয়াম্।
প্রিয়ং চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেব চ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-ভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণের আত্মীয়; **ন হন্তব্য**—হত্যা করা উচিত নয়; **আততায়ী**—আততায়ী; **বধার্হণঃ**—বধ্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **উভয়ম্**—উভয়; **আম্নাতম্**—মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে; **পরিপাহি**—কর্তব্য; **অনুশাসনম্**—অনুশাসন; **কুরু**—পালন করা;

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি অনুসারে ; **সত্যম্**—সত্য ; **যৎ**—যা ; **তৎ**—তা ; **সান্ত্বয়তা**—সান্ত্বনা দেওয়ার সময় ; **প্রিয়াম্**—প্রিয় পত্নীকে ; **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্টিবিধান ; **চ**—ও ; **ভীম-সেনস্য**—শ্রীভীমসেনের ; **পাঞ্চাল্যাঃ**—দ্রৌপদীর ; **মহ্যম্**—আমাকেও ; **এব**—অবশ্যই ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে, এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আচরণ করতে হবে।

তাৎপর্য

অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কেন না বিভিন্ন মহাজনদের নির্দেশ অনুসারে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অশ্বত্থামাকে হত্যা করা উচিত, আবার সেই সঙ্গে তার প্রাণও রক্ষা করা উচিত। ব্রহ্মবন্ধু অথবা ব্রাহ্মণের অপদার্থ পুত্র বলে অশ্বত্থামাকে হত্যা করা উচিত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে সে ছিল আততায়ী। *মনু-সংহিতা* অনুসারে আততায়ী যদি ব্রাহ্মণও হয় (ব্রহ্মবন্ধুর কি কথা), তা হলে তাকে বধ করা উচিত। দ্রোণাচার্য অবশ্যই ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কিন্তু যেহেতু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু অশ্বত্থামা যদিও ছিল আততায়ী, কিন্তু তার কাছে তখন যুদ্ধ করার মতো কোন অস্ত্র ছিল না। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আততায়ী যদি নিরস্ত্র হয় এবং রথহীন হয় তা হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। এই জটিল অবস্থা অবশ্যই ছিল বিভ্রান্তিজনক। আবার সেই সঙ্গে অর্জুনকে দ্রৌপদীর কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। আবার তাঁকে ভীমসেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন ছিল, যাঁরা তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন অশ্বত্থামাকে হত্যা করার জন্য। অর্জুন এইভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এবং তা সমাধান করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ৫৫

সূত উবাচ

অর্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্ধন্যং দ্বিজস্য সহমূর্ধজম্ ॥ ৫৫ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **অর্জুনঃ**—অর্জুন ; **সহসা**—ঠিক সেই সময়ে ; **আজ্ঞায়**—জেনে ; **হরেঃ**—ভগবানের ; **হার্দম্**—উদ্দেশ্য ; **অথ**—এইভাবে ;

অসিনা—তরবারির দ্বারা; **মণিম্**—মণি; **জহার**—বিচ্ছিন্ন করেছিলেন; **মূর্ধন্যম্**—মাথার উপর; **দ্বিজস্য**—দ্বিজের; **সহ**—সহ; **মূর্ধজম্**—কেশরাশি।

অনুবাদ

ঠিক সেই সময়ে অর্জুন ভগবানের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তাঁর তরবারির দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার মস্তকের কেশরাশি এবং মণি ছেদন করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন মানুষের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ পালন করা অসম্ভব। তাই অর্জুন তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তার মীমাংসা করার কথা বিবেচনা করলেন, এবং তিনি অশ্বত্থামার মাথার মণি কেটে নিলেন। তা ছিল তার মস্তক ছেদন করারই মতো। অথচ তার ফলে তার প্রাণ রক্ষা হল। এখানে অশ্বত্থামাকে দ্বিজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্যই সে ছিল দ্বিজ, কিন্তু তার সেই উচ্চ পদ থেকে সে অধঃপতিত হয়েছিল, এবং তাই তাকে যথাযথভাবে দণ্ড দান করা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৬

বিমুচ্য রশনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্।
তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরয়াপয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

বিমুচ্য—তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর; **রশনা-বদ্ধম্**—রজ্জুবদ্ধ অবস্থা থেকে; **বাল-হত্যা**—শিশু হত্যাকারী; **হত-প্রভম্**—দেহের ঔজ্জ্বল্যরহিত; **তেজসা**—তেজের; **মণিনা**—মণির দ্বারা; **হীনম্**—বঞ্চিত হয়ে; **শিবিরাৎ**—শিবির থেকে; **নিরয়াপয়ৎ**—তাকে বার করে দেওয়া হল।

অনুবাদ

শিশু হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামার দেহের দীপ্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, এবং এখন তার মস্তকের মণি কেটে নেওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে তেজহীন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তাকে বন্ধনমুক্ত করে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে এইভাবে অশ্বত্থামাকে অপমানিত করে তাকে হত্যা করা হল এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণও রক্ষা করা হল।

শ্লোক ৫৭

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥ ৫৭ ॥

বপনম্—মস্তক মুণ্ডন করে দেওয়া; **দ্রবিণ**—সম্পদ; **অদানম্**—বঞ্চিত করা; **স্থানাৎ**—বাসস্থান থেকে; **নির্যাপণম্**—বহিষ্কার করে দেওয়া; **তথা**—ও; **এষঃ**—এই সমস্ত; **হি**—অবশ্যই; **ব্রহ্ম-বন্ধূনাম্**—ব্রহ্মবন্ধুর; **বধঃ**—বধ; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য কোন উপায়; **অস্তি**—আছে; **দৈহিকঃ**—দেহ বিষয়ক।

অনুবাদ

মস্তক মুণ্ডন করা, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা এবং বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মবন্ধুর উপযুক্ত শাস্তি। দৈহিকভাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ নেই।

শ্লোক ৫৮

পুত্রশোকাতুরাঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকম্ ॥ ৫৮ ॥

পুত্র—পুত্র; **শোক**—শোক; **আতুরাঃ**—আতুর; **সর্বে**—তারা সকলে; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডুপুত্ররা; **সহ**—সহ; **কৃষ্ণয়া**—দ্রৌপদী; **স্বানাম্**—আত্মীয়দের; **মৃতানাম্**—মৃতদের; **যৎ**—যা; **কৃত্যম্**—কৃত্য; **চক্রুঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **নির্হরণ-আদিকম্**—করণীয়।

অনুবাদ

তারপর পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিত্তে তাঁদের মৃত আত্মীয়দের সৎকার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন।

ইতি—"দ্রোণপুত্র দণ্ডিত" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।